ত্রৈমাসিক মানবাধিকার প্রতিবেদন

জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৯

প্রকাশকাল: ১২ অক্টোবর ২০১৯

মুখবন্ধ

১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে *অধিকার* জনগণের নাগরিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষায় নিরলসভাবে সংগ্রাম করে চলেছে। *অধিকার* বাংলাদেশের মানবাধিকার আন্দোলনকে নিছকই রাষ্ট্রের হাতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার 'ব্যক্তি'কে রক্ষার ব্যাপার মাত্র বলে মনে করে না; বরং ব্যক্তির নাগরিক ও মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের আন্দোলন ও সংগ্রামের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বলে মনে করে। মানবাধিকার সংগঠন হিসেবে *অধিকার* রাষ্ট্রের হাতে সংঘটিত সমস্ত মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো তুলে ধরে জনগণকে সচেতন করা এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার এর বিষয়ে প্রচারাভিযান চালানো, প্রতিবাদ জানানো এবং রাষ্ট্রকে মানবাধিকার লঙ্ঘন থেকে বিরত রাখার জন্য সব সময়ই সচেষ্ট থেকেছে। *অধিকার* দলমত নির্বিশেষে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার ভিকটিমদের পাশে দাঁড়ায় এবং ভিকটিমদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে।

অধিকার মানবাধিকার রক্ষার বিষয়ে কাজ করতে যেয়ে ২০১৩ সাল থেকেই বর্তমান সরকার কর্তৃক চরম নিপীড়ন ও হয়রানির সম্মুখিন হয়ে আসছে। এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মীদের পাঠানো প্রতিবেদন এবং বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য-উপাত্তের ওপর ভিত্তি করে ২০১৯ সালের জুলাই-সেপ্টেম্বর মাসের মানবাধিকার প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়েছে।

সূচীপত্র

সারসংক্ষেপ ৪
মানবাধিকার লঙ্ঘনের পরিসংখ্যান: জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর ২০১৯ ..... ৭
রাষ্ট্রীয় সহিংসতা, দায়মুক্তি এবং জবাবদিহিতার অভাব ৮
বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ৮
নির্যাতন ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থারসদস্যদের জবাবদিহিতার অভাব ১০
গুম ১১
কারাগারে ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতি এবং মানবাধিকার লঙ্ঘন ১৩
রাজনৈতিক নিপীড়ন ও সভা-সমাবেশে বাধা ১৪
ক্ষমতাসীনদলের দুর্বৃত্তায়ন ১৬
দুর্নীতির ভয়াবহ বিস্তার এবং জবাবদিহিতার অভাব ১৭
গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা ১৮
মৃত্যুদণ্ড ১৯
মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও নিবর্তনমূলক আইন ১৯
নিবর্তনমূলক ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০
সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা ২০
নারীর প্রতি সহিংসতা ২০
ধর্ষণ ২১
এসিড সহিংসতা ২২
যৌন হয়রানি ২২
যৌতুক সহিংসতা ২৩
শ্রমিকদের অধিকার ২৩
তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের অবস্থা ২৩
ইনফরমাল সেক্টরে শ্রমিকদের অবস্থা ২৪
অটো স্পিনিং মিলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ২৪
অভিবাসী নারী শ্রমিকদের অবস্থা ২৪
প্রতিবেশী দেশঃ ভারত এবং মিয়ানমার ২৫
ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী কর্তৃক মানবাধিকার লংঘন ২৫
বাংলাদেশের ওপর ভারতের আধিপত্য বিস্তার ২৫
বাংলাদেশে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠি ২৬
ক্ষুদ্রজাতিগোষ্ঠির মানুষদের মানবাধিকার লংঘন ২৭
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ২৮
মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে বাধা ২৮
সুপারিশ ২৯

সারসংক্ষেপ

১. ২০১৯ সালের জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়ে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে এই প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করা হয়েছে। বরাবরের মতই জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়েও দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত উদ্বেগজনক। জনগণের ভোট ছাড়া ক্ষমতায় আসা আওয়ামী লীগ সরকার পরিকল্পিতভাবে দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে দলীয়করণের মাধ্যমে তাদের আজ্ঞাবহ প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করেছে এবং কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থার মাধ্যমে দেশে ভয়ের সংস্কৃতি চালু করেছে। গত তিন মাসে নারীর প্রতি সহিংসতা, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও গণপিটুনিতে হত্যার ঘটনা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। আইনানুযায়ী গ্রেফতার, তদন্ত এবং বিচারিক কার্যক্রম গ্রহণ করা ব্যাতিরেকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। সরকার ২০১৮ সালের ১৫ মে থেকে দেশব্যাপী মাদকবিরোধী অভিযান শুরু করার পর বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ব্যাপক আকার ধারণ করে। এই অভিযানের নামে অনেক নিরীহ মানুষকে হয়রানী করা হচ্ছে। 'ক্রসফায়ারের' ভয় দেখিয়ে বা মামলায় ফাঁসিয়ে টাকা আদায় এবং সাজানো বন্দুকযুদ্ধের ঘটনা ঘটছে।[১] এছাড়া ঘটনার সঙ্গে যুক্ত মূল অপরাধীকে আড়াল করার জন্যও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দমন করার কাজে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোকে ব্যবহার করার কারণে এইসব বাহিনীর সদস্যরা বেপরোয়া হয়ে উঠেছে।

২. জাতিসংঘের নির্যাতন বিরোধী সনদ অনুমোদন করার ২০ বছর পর বাংলাদেশ[২] গত ২৩ জুলাই প্রাথমিক প্রতিবেদন জমা দিলে বাংলাদেশের নির্যাতন বিষয়ক পরিস্থিতির ওপর গত ৩০ ও ৩১ জুলাই নির্যাতন বিরোধী কমিটি পর্যালোচনা করে। কমিটির চূড়ান্ত পর্যবেক্ষণে বলা হয়, বাংলাদেশে নির্যাতনের অভিযোগ যথাযথ বা পর্যাপ্তভাবে তদন্ত হয় না এবং নির্যাতনের শিকার ব্যক্তির পরিবারের অভিযোগ গ্রহণে পুলিশ প্রায়ই অস্বীকৃতি জানায়। এমনকি অভিযোগকারী পরিবারগুলোকে পরে হুমকি, হয়রানি ও প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপের শিকার হতে হয়।[৩]

৩. দেশে গুমের ঘটনা অব্যাহত থাকলেও সরকার তা প্রতিনিয়ত অস্বীকার করছে। জাতিসংঘের নির্যাতনবিরোধী কমিটির ৬৭তম অধিবেশনে বাংলাদেশের ওপর পর্যালোচনা চলাকালে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিরা গুমের বিষয়টি অস্বীকার করলে কমিটি তাদের চূড়ান্ত পর্যবেক্ষণে অঘোষিত আটক ও গুমের ঘটনাগুলোর বিষয়ে সরকারের তথ্য প্রকাশের ব্যর্থতায় উদ্বেগ জানায়।[৪]

৪. দুর্নীতিগ্রস্ত অগণতান্ত্রিক সরকারগুলোর প্রচেষ্টাই থাকে জনগণের মত প্রকাশ ও সভা-সমাবেশ করার মত অধিকারগুলো নস্যাৎ করা, যাতে জনগণ এই সব অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে না পারে। বাংলাদেশেও সেই একই পরিস্থিতি দেখা যাচ্ছে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অভাবে দেশে দুর্নীতি ও দুঃশাসন ব্যাপক রূপ নিয়েছে। সরকার সংশ্লিষ্ট প্রভাবশালী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজিসহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অর্থ অর্জন এবং দুর্নীতির অর্থ বিদেশে পাচার করার অভিযোগ রয়েছে।

৫. দেশের প্রায় সব কারাগারের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে কারাগারে আটক বন্দিদের ওপর নির্যাতনসহ বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গেছে।[৫] এছাড়া কারাগারগুলোতে অতিরিক্ত বন্দি থাকার কারণে কারাবন্দিরা মানবেতর জীবন যাপন করছেন এবং চিকিৎসা ব্যবস্থার অপ্রতুলতার পাশাপাশি কারাগার কর্তৃপক্ষের গাফিলতির কারণে কারাবন্দিদের মৃত্যু ঘটছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

---

[১] প্রথম আলো ২৮ অগাস্ট; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1611486/

[২] ১৯৯৮ সালের ৫ অক্টোবর বাংলাদেশ জাতিসংঘের নির্যাতন বিরোধী সনদ অনুমোদন করে।

[৩] প্রথম আলো, ১০ অগাস্ট ২০১৯; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1608889/

[৪] প্রথম আলো, ১০ অগাস্ট ২০১৯; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1608889/

[৫] মানবজমিন, ১০ জুলাই ২০১৯; https://www.mzamin.com/article.php?mzamin=180571

৬. বিরোধী রাজনীতিতে জড়িত থাকা ও ভিন্নমতের কারণে অনেক মানুষের ওপর সরকার গ্রেফতার, নির্যাতন, মামলা দায়েরসহ ব্যাপক দমন-পীড়ন চালিয়েছে। ফলে অনেক বাংলাদেশী নাগরিক দেশের বাইরে চলে গিয়ে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন।[৬] বর্তমান অবস্থায় বিরোধীদল ও ভিন্নমতাবলম্বীদের সভা-সমাবেশ করার অধিকার নির্মমভাবে দমন করা হয়েছে। পুলিশের অনুমতি ছাড়া মিছিল সমাবেশ করার ওপর বহুদিন ধরেই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে সরকার। বিরোধী রাজনৈতিকদল (বিএনপি)ও সরকারের কাছে বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলনকারী সংগঠনগুলোর মিছিল সমাবেশে পুলিশ এবং ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতা-কর্মীরা হামলা করেছে। আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা ব্যাপকভাবে বিরোধীদলের নেতা-কর্মীদের ওপর দমন-পীড়ন, চাঁদাবাজি, জমি দখল ও নারীর প্রতি সহিংসতাসহ বিভিন্ন ধরনের সহিংস কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়েছে। এছাড়া স্বার্থ সংশ্লিষ্ট অন্তর্দলীয় কোন্দলের কারণে তাদেরকে বিভিন্ন মারণাস্ত্র ব্যবহার করে নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে দেখা যাচ্ছে।

৭. এই সময়ে সারাদেশে গণপিটুনীর ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ ও বিচার ব্যবস্থার প্রতি অনাস্থার কারণে সাধারণ জনগণ নিজেদের হাতে আইন তুলে নিচ্ছে এবং গণপিটুনীর মত অপরাধের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে।

৮. বাংলাদেশের অকার্যকর ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থার মধ্যেও মৃত্যুদণ্ডের বিধান চালু রয়েছে। পুলিশ রিমান্ডে নিয়ে নির্যাতনের মাধ্যমে অভিযুক্তদের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি[৭] দিতে বাধ্য করে এবং ওই জবানবন্দির ওপর ভিত্তি করে আদালত অভিযুক্তকে সর্বোচ্চ সাজা প্রদান করে থাকে। বিকল্প সাজা দেয়ার ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও নিম্ন আদালতে সর্বোচ্চ শাস্তি দেয়ার প্রবণতা দেখা যায়। ফলে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত বন্দিরা নির্জন প্রকোষ্ঠে বছরের পর বছর আটকে থাকেন।

৯. সংবাদ মাধ্যমের ওপর সরকারের হস্তক্ষেপ অব্যাহত রয়েছে। এই দমনমূলক পরিস্থিতিতে যেসব সাংবাদিক এবং রিপোর্টার সাহস করে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশ করেছেন সরকারদলীয় নেতা-কর্মীরা বিভিন্ন সময়ে তাঁদের ওপর হামলা চালিয়েছে। সরকার নিবর্তনমূলক ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ ব্যবহার করে সাংবাদিক, সরকারের সমালোচনাকারী সাধারণ নাগরিক, বিরোধী রাজনৈতিক কর্মী ও ভিন্নমতাবলম্বীদের বিরুদ্ধে হয়রানিমূলক মামলা দায়ের করেছে।

১০. গত চার মাসে দেশের ৩৫টি পোশাক তৈরী কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে চাকরি হারিয়েছেন ১৬ হাজার ৮৪৯ জন শ্রমিক।[৮] পোশাক শিল্পের শ্রমিকরা বকেয়া বেতনসহ বিভিন্ন দাবিতে বিক্ষোভ করলে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা তাঁদের ওপর হামলা চালিয়েছে। এ সময়কালে বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত শ্রমিকদের প্রাণহানির ঘটনাও ঘটেছে।

১১. বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশী নারী শ্রমিকরা যৌন হয়রানিসহ তাঁদের ওপর নানা ধরনের সহিংসতার কারণে দেশে ফিরে এসেছেন। এছাড়া গত তিন বছরে ৩৩১ জন অভিবাসী নারী শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। এরমধ্যে যৌন নিপীড়নের কারণে ৪৪ জন নারী আত্মহত্যা করেছেন।[৯]

১২. গত তিনমাসে অনেক নারী ও মেয়ে শিশু বিভিন্ন ধরনের সহিংসতার শিকার হয়েছেন। এই সময়ে ধর্ষণ ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। ধর্ষণ ও গণধর্ষণের সঙ্গে সরকারিদলের নেতা-কর্মী ও পুলিশের জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে। পুলিশ হেফাজতে ধর্ষণ এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করতে গিয়ে ঘুষ না পেয়ে অভিযুক্তের স্ত্রীকে ধর্ষণ করেছে পুলিশ।[১০]

---

[৬] মানবজমিন, ১০ জুলাই ২০১৯; https://www.mzamin.com/article.php?mzamin=180571

[৭] যুগান্তর, ৩১ অগাস্ট ২০১৯; https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/215370/

[৮] যুগান্তর, ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯; https://www.dailyinqilab.com/article/231639

[৯] মানবজমিন, ৩১ অগাস্ট ২০১৯; https://www.mzamin.com/article.php?mzamin=188217

[১০] প্রথম আলো, ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯

১৩. ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ'র সদস্যরা সীমান্তে বাংলাদেশের নাগরিকদের হত্যা ও নির্যাতন অব্যাহত রেখেছে এবং বাংলাদেশের ওপর ভারতের আধিপত্য বিস্তারের নানা তৎপরতা অব্যাহত আছে। ভারত সরকার বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে তিস্তা চুক্তি সম্পাদন করেনি। বরং আন্তর্জাতিক আইন অমান্য করে সীমান্তের জিরো লাইনে পাম্প বসিয়ে বাংলাদেশের সম্মতি ছাড়াই ফেনী নদী থেকে পানি নিয়ে যাচ্ছে। একদিকে ভারত বাংলাদেশের সীমান্তের বেশীরভাগ এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরাও করে রেখেছে।[১১] অন্যদিকে ভারতের আসাম রাজ্যের জাতীয় নাগরিকপঞ্জি থেকে বাদ পড়া ব্যক্তিদের বাংলাদেশে পুশ-ইন করার আশংকা তৈরী হয়েছে।[১২]

১৪. গত ২২ অগাস্ট দ্বিতীয়বারের মত বাংলাদেশ থেকে প্রত্যাবাসনের জন্য ৩ হাজার ৫৪০জন রোহিঙ্গাকে ছাড়পত্র দেয় মিয়ানমার সরকার। মিয়ানমার সরকার রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব পুনর্বহাল করাসহ মূল দাবিগুলোর কোনটিই পূরণ না করায় তাঁরা মিয়ানমারে ফিরে যেতে অস্বীকৃতি জানান। ফলে দ্বিতীয় প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া শুরু করার প্রয়াসও ব্যর্থ হয়।

১৫. ২০১৬ সালে ৬ নভেম্বর গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে রংপুর চিনিকল শ্রমিক-কর্মচারী, আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ ও যুবলীগ এবং পুলিশের সঙ্গে ক্ষুদ্রজাতিগোষ্ঠি সাঁওতালদের সংঘর্ষের সময় সাঁওতালদের ঘর পুড়িয়ে দেয়া এবং তিনজন সাঁওতাল নিহত হওয়ার ঘটনায় আওয়ামী লীগের তৎকালিন সংসদ সদস্য আবুল কালাম আজাদ ও তিন পুলিশ সদস্য জড়িত থাকলেও[১৩] গত ২৮ জুলাই ২০১৯ আদালতে জমা দেয়া অভিযোগপত্রে তাদের নাম অন্তর্ভূক্ত করা হয় নাই।[১৪]

১৬. ২০১৩ সালে *অধিকার* এর ওপর যে সরকারি নিপীড়ন শুরু হয় তারই ধারাবাহিকতায় ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর বিতর্কিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে *অধিকার* এর ওপর নানা ধরনের হয়রানির ঘটনা ঘটে। ২০১৪ সালে *অধিকার* তার নিবন্ধন নবায়নের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনস্থ এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে আবেদন করলেও এই রিপোর্ট প্রকাশের সময়কাল পর্যন্ত নিবন্ধনটি নবায়ন করা হয়নি।

---

[১১] নয়াদিগন্ত, ১০ অগাস্ট ২০১৯; http://www.dailynayadiganta.com/first-page/431874/

[১২] মানবজমিন, ৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯; https://mzamin.com/article.php?mzamin=188659

[১৩] অধিকারের তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন, http://odhikar.org/wp-content/uploads/2017/07/Santal_EM_Gaibandha_19-22-Nov-16_Eng.pdf; নিউ এজ, ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৭, http://www.newagebd.net/article/8172/article/35972

[১৪] প্রথম আলো, ২৯ জুলাই ২০১৯; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1606642/ New Age, 29 July 2019; www.newagebd.net/article/79948/

মানবাধিকার লঙ্ঘনের পরিসংখ্যান: জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর ২০১৯

১ জানুয়ারি - ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৯*												
মানবাধিকার লঙ্ঘনের ধরন			জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	মোট
বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড	ক্রসফায়ার		২৬	২৮	৩২	৩১	৪৭	৩৮	৩৩	৩৪	৩৭	৩০৬
	পিটিয়ে হত্যা		১	০	০	০	০	০	০	০	০	১
	গুলিতে নিহত		০	৪	০	০	০	০	০	০	০	৪
	নির্যাতনে মৃত্যু		০	০	০	০	১	০	০	১	২	৪
	মোট		২৭	৩২	৩২	৩১	৪৮	৩৮	৩৩	৩৫	৩৯	৩১৫
গুম			৩	২	২	৪	৪	৪	১	১	৩	২৪
কারাগারে মৃত্যু			৪	৩	৭	১০	৫	৯	৩	৩	৫	৪৯
বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন	বাংলাদেশী নিহত		৫	১	১	৪	৩	৪	৪	৩	৩	২৮
	বাংলাদেশী আহত		০	১	১	৩	২	৩	০	৭	১১	২৮
	বাংলাদেশী অপহৃত		০	১	০	০	৭	১	২	৪	২	১৭
	মোট		৫	৩	২	৭	১২	৮	৬	১৪	১৬	৭৩
সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ	আহত		৪	৮	২	২	১৯	০	১	২	৪	৪২
	লাঞ্ছিত		০	০	০	২	১	০	০	২	০	৫
	হুমকির সম্মুখীন		১	১	০	০	১	১	১	৩	০	৮
	মোট		৫	৯	২	৪	২১	১	২	৭	৪	৫৫
রাজনৈতিক সহিংসতা**	নিহত		৬	৬	২২	৭	৮	৩	১	৫	২	৬০
	আহত		৩৩৯	১৯৯	৫৮৪	১৬১	২০০	২৯৭	১৯৭	১৮৬	২৫৪	২৪১৭
নারীর ওপর যৌতুক সহিংসতা			৫	৫	৯	২০	৭	১০	৬	৭	৩	৭২
ধর্ষণ	মেয়ে শিশু (১৮ বছরের নিচে)		৬২	৩৭	৩৯	১০৫	৭০	৬১	৫৩	৭৮	৫৪	৫৫৯
	প্রাপ্ত বয়স্ক নারী		৩০	১২	২৩	৩৫	২০	৩৫	১৯	৩৪	৩৫	২৪৩
	বয়স জানা যায়নি		০	০	১	০	০	৬	০	১	০	৮
	মোট		৯২	৪৯	৬৩	১৪০	৯০	১০২	৭২	১১৩	৮৯	৮১০
যৌন হয়রানীর শিকার			৪	৮	৬	২৫	২০	৯	২২	৩১	৮	১৩৩
এসিড সহিংসতা			৩	২	৩	৩	১	০	২	১	৩	১৮
গণপিটুনীতে মৃত্যু			৩	৯	৩	৯	৬	৩	১৪	৪	২	৫৩
শ্রমিকদের পরিস্থিতি	তৈরি পোশাক শিল্প	নিহত	১	০	০	০	০	০	০	০	০	১
		আহত	১৭৫	০	৫৩	১০	১০	০	০	২০	৩২	৩০০
	অন্যান্য কর্মে নিয়োজিত শ্রমিক (ইনফরমাল সেক্টর)	নিহত	২	৪	৬	১	৪	৩	১৩	৩	৩	৩৯
		আহত	০	৫	১৯	০	০	২	০	০	০	২৬
ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮-এ গ্রেফতার			৮	৩	৩	১	৬	৩	১	৩	১	২৯

* পরবর্তীতে তথ্য পাওয়ার পর কিছু পরিসংখ্যান আপডেট করা হয়েছে।

** উপজেলা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে মার্চ মাসে নির্বাচনী সহিংসতায় অন্তত পক্ষে ১৫ জন নিহত ও ৪৪৮ জন আহত হয়েছেন যা রাজনৈতিক সহিংসতা ছকে উল্লেখ করা হয়েছে।

রাষ্ট্রীয় সহিংসতা, দায়মুক্তি এবং জবাবদিহিতার অভাব

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড

১. জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর এই তিন মাসে বিচারবহির্ভূতভাবে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের হাতে ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের অভিযোগ পাওয়া গেছে। সরকার ২০১৮ সালের ১৫ মে থেকে দেশব্যাপী মাদকবিরোধী অভিযান শুরু করার পর বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ব্যাপক আকার ধারণ করে; যা অব্যাহত আছে। **গত তিন মাসে 'মাদকবিরোধী অভিযানের' নামে ৪৪ জন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন।** বিশেষ করে এই অভিযানের একটি বড় ক্ষেত্র ছিল কক্সবাজার জেলার টেকনাফ উপজেলা। এই উপজেলার স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি এবং এলাকার সাধারণ মানুষ জানিয়েছেন, মাদক বিরোধী অভিযানের নামে অনেক নিরীহ মানুষকে হয়রানী করা হচ্ছে। কোন কোন কর্মকর্তা 'ক্রসফায়ারের' ভয় দেখিয়ে বা মামলায় ফাঁসিয়ে দিয়ে টাকা আদায় করছেন। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা 'বন্দুকযুদ্ধের' নামে হত্যা করছে। 'বন্দুকযুদ্ধের' মামলার এজাহার বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, প্রতিটি এজাহারের বর্ণনা প্রায় একই রকম। এইসব ক্ষেত্রে দেখা যায় পুলিশ হত্যাসহ মাদক ও অস্ত্র আইনে এবং পুলিশের ওপর হামলা বা সরকারী কাজে বাধাদানের অভিযোগে তিন থেকে চারটি করে মামলা দায়ের করে। একেকটি মামলায় একাধিক ব্যক্তিকে নামে ও বেনামে অভিযুক্ত করা হয়। পুলিশ এই সব মামলার অভিযুক্তদের কাছ থেকে পরবর্তীতে টাকা আদায় করে বলে অভিযোগ রয়েছে।[১৫]

২. টেকনাফের সাতঘড়িয়াপাড়ায় গত ১১ এপ্রিল কাশেম ও ২০ জুলাই মোহাম্মদ হোসেন নামে দুই ভাই পুলিশের সঙ্গে কথিত বন্দুকযুদ্ধে নিহত হন। হোসেনের স্ত্রী সানজিদা বেগম বলেন, তাঁর স্বামী হালচাষ করতেন। ২০ জুলাই দুপুরে কাজ শেষে খেতে বসেছিলেন। এই সময় সাদা পোশাকের পুলিশ তাঁকে ধরে নিয়ে যায়। পরদিন পুলিশের সঙ্গে 'ক্রসফায়ারে' হোসেনের নিহত হওয়ার খবর পান। উল্লেখ্য, গত ৩১ মার্চ মাদক ব্যবসায়ী সন্দেহে আটককৃত মাহমুদুর রহমান কথিত 'বন্দুকযুদ্ধে' নিহত হলে পুলিশ ২৮ জনের বিরুদ্ধে মোট চারটি মামলা দায়ের করে। কাশেমকে তখন এই মামলার আসামী করা হয় এবং তাঁকেও 'ক্রসফায়ারে' হত্যা করা হয়। নিহতের স্বজন ও এলাকাবাসী জানিয়েছেন, কাশেম-হোসেনদের পরিবারের সঙ্গে এলাকার মোহাম্মদ আলম ওরফে বাবুল এবং তাঁর ভাই আওয়ামী ওলামা লীগ নেতা মৌলভী বদিউল আলমের জমি-জমা নিয়ে বিরোধ ছিল।[১৬]

৩. বর্তমানে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের আরেকটি ধরন হলো, গুরুত্বপূর্ণ অপরাধমূলক ঘটনাগুলোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অভিযুক্তদের 'বন্দুকযুদ্ধ' বা 'ক্রসফায়ারের' নামে হত্যা করা। ঘটনার সঙ্গে যুক্ত মূল অপরাধীকে আড়াল করার জন্য এই বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনাগুলো ঘটছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এমনকি আত্মসমর্পণের পরেও আটক ব্যক্তি 'বন্দুকযুদ্ধে' নিহত হয়েছেন। ফলে প্রকৃত সত্য জানার সুযোগ হারিয়ে যাচ্ছে। এইসব ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা ব্যাপক দায়মুক্তি ভোগ করছে।

৪. বরগুনা জেলা শহরের রাস্তায় ফেলে প্রকাশ্যে স্ত্রীর সামনে রিফাত শরীফ নামে এক যুবককে হত্যার প্রধান অভিযুক্ত সাব্বির হোসেন ওরফে নয়ন গত ২ জুলাই সদর উপজেলার পুরাকাটা এলাকায় পায়রা নদীর তীরে পুলিশের গুলিতে নিহত হয়। এই ঘটনার আগে পুলিশ নয়নকে গ্রেফতার করে।[১৭] নয়নের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বরগুনা-১ আসনের ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভুর ছেলে জেলা আওয়ামী লীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক সুনাম দেবনাথ। পুলিশের সহায়তায়ও নয়ন শহরে বিভিন্ন

[১৫] প্রথম আলো ২৮ অগাস্ট; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1611486/
[১৬] প্রথম আলো ২৮ অগাস্ট; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1611486/
[১৭] যুগান্তর ২ জুলাই ২০১৯; https://www.jugantor.com/country-news/194498/

অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড চালাতো।[১৮] নয়নের মা শাহেদা বেগম অভিযোগ করে বলেন, "ষড়যন্ত্র করে কারও ইশারায় নয়নকে মেরে ফেলা হয়েছে। কারণ, তার মুখ থেকে যদি প্রভাবশালী মহলের সব অপকর্মের ঘটনা ফাঁস হয়ে যায়।" তিনি নয়নকে নির্যাতন করে হত্যার অভিযোগ করে বলেন, নয়নের শরীর জুড়ে ছিল আঘাতের চিহ্ন। তার হাতের নখ ছিল ওঠানো এবং তার কান কাটা ছিল।[১৯]

৫. এ রকম আরও কিছু স্পর্শকাতর মামলার প্রধান অভিযুক্তকে আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা 'বন্দুকযুদ্ধে' হত্যা করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। গত ২ জুলাই ঢাকা শহরের বাড্ডার সাঁতারকুল এলাকায় বাড্ডা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ফরহাদ আলী হত্যা মামলার প্রধান আসামী রমজান ডিবি পুলিশের সঙ্গে[২০] এবং গত ৮ জুলাই ময়মনসিংহের ভালুকায় স্কুলছাত্রী গণধর্ষণ মামলার প্রধান আসামী সাইফুল ইসলাম পুলিশের সঙ্গে 'বন্দুকযুদ্ধে' নিহত হয়।[২১] গত ১ সেপ্টেম্বর রাতে কক্সবাজার জেলার টেকনাফে পুলিশের সঙ্গে 'ক্রসফায়ারে' নুর মোহাম্মদ (৩৪) নামে এক রোহিঙ্গা নিহত হয়েছেন। পুলিশের দাবী নিহত নুর মোহাম্মদ যুবলীগ নেতা ওমর ফারুক হত্যা মামলার প্রধান আসামী।[২২] গত ৪ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম শহরের খুলসী থানায় মোহাম্মদ বেলাল (৪৩) নামে এক ব্যক্তি আত্মসমর্পণ করে। এদিনই রাত ১ টায় জালালাবাদ পাহাড়ে পুলিশের সঙ্গে 'বন্দুকযুদ্ধে' বেলাল নিহত হয়।[২৩]

৬. অনেক ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা দাবী করছে যে, দুই দল মাদক কারবারীর মধ্যে বন্দুকযুদ্ধ ঘটছে এরকম খবর পেয়ে তারা সেখানে উপস্থিত হলে তাদের সঙ্গে বন্ধুকযুদ্ধ হয় এবং মাদক কারবারীরা নিহত হয়। কিন্তু নিহতদের স্বজনরা অভিযোগ করেন যে, তাঁদের স্বজনদের ধরে নিয়ে যাওয়ার পরে তাঁদের আর কোন খোঁজ পাওয়া যায় নাই। পরবর্তীতে তাঁরা 'ক্রসফায়ারে' নিহত হয়েছেন বলে তাঁরা জানতে পেরেছেন।

৭. গত ২০ জুলাই কুষ্টিয়ায় পুলিশের সঙ্গে 'ক্রসফায়ারে' রফিকুল (৩৭) নামে এক পরিবহন শ্রমিক নিহত হয়েছেন। কুষ্টিয়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নাসির উদ্দিন জানান, ভোর ২:০০ টায় হররা মাঠে দুইদল মাদক ব্যবসায়ীর মধ্যে বন্দুকযুদ্ধের খবর পেয়ে পুলিশের একটি টহল দল সেখানে গেলে তারা পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ে। পুলিশও পাল্টা গুলি চালালে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় রফিকুলকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেয়ার পর তিনি মারা যান। অথচ নিহতের স্ত্রী মিতা বেগম অভিযোগ করেছেন যে, গত ১৮ জুলাই রাতে কুমারখালী উপজেলায় শ্বশুড়বাড়ি থেকে রফিকুলকে গোয়েন্দা পুলিশ আটক করে নিয়ে যায়। এরপর থেকে থানা ও পুলিশ লাইনে খোঁজ করে তাঁর স্বামীর কোন সন্ধান পাননি।[২৪] গত ২৩ অগাস্ট সাতক্ষীরা সদর উপজেলার বাঁকাল ইসলামপুর চরে মনসুর শেখ (৪৫) নামে এক ব্যক্তির গুলিবিদ্ধ লাশ পাওয়া যায়। পুলিশের বক্তব্য মনসুর মাদক ব্যবসায়ী। মাদক ব্যবসা নিয়ে দুই গ্রুপের গোলাগুলিতে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। অন্যদিকে মনসুরের স্ত্রী শাহনাজ খাতুনের দাবী, গত ২২ অগাস্ট দুপুরে পুলিশ তাঁর স্বামীকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায়। তাঁর কয়েকজন আত্মীয় পুলিশ ফাঁড়িতে গিয়ে মনসুরের সঙ্গে দেখাও করেন।[২৫]

৮. **জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত ১০৭ জন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এঁদের মধে ৫৭ জন পুলিশ, ২৫ জন র‍্যাব, ১৫ জন বিজিবি, ৯ জন ডিবি পুলিশ ও ১ জন সেনাসদস্যের হাতে**

---

[১৮] প্রথম আলো ২৮ জুলাই ২০১৯; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1606530/

[১৯] বাংলাদেশ প্রতিদিন, ২৪ জুলাই ২০১৯; https://www.bd-pratidin.com/first-page/2019/07/24/442632

[২০] যুগান্তর, ৩ জুলাই ২০১৯; https://www.jugantor.com/capital/194883/

[২১] যুগান্তর, ৯ জুলাই ২০১৯,https://www.jugantor.com/country-news/197183, ডেইলি স্টার, ৯ জুলাই ২০১৯, https://www.thedailystar.net/country/news/drug-dealer-rape-accused-killed-gunfights-1768831

[২২] যুগান্তর, ১ সেপ্টেম্বর ২০১৯; https://www.jugantor.com/country-news/216002/

[২৩]যুগান্তর, ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯; https://www.jugantor.com/country-news/217491/

[২৪] নিউ এজ ২১ জুলাই ২০১৯; http://www.newagebd.net/article/79078/man-killed-in-kushtia-gunfight

[২৫] যুগান্তর, ২৪ অগাস্ট ২০১৯; https://www.jugantor.com/todays-paper/news/212773/

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার ১০৭ জনের মধ্যে ১০৪ জন ক্রসফায়ারে এবং ৩ জন পুলিশের নির্যাতনে নিহত হয়েছেন।

নির্যাতন ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থারসদস্যদের জবাবদিহিতার অভাব

৯. জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের বিরুদ্ধে নাগরিকদের গ্রেফতার, হয়রানি, চাঁদা আদায় ও তাঁদের ওপর নির্যাতন করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এটি প্রতিষ্ঠিত যে, পুলিশ রিমান্ডে নিয়ে নির্যাতন এবং অমানবিক আচরণ করে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি আদায় করে থাকে।[২৬] এইসব ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা দায়মুক্তি ভোগ করে। ২০১৪ সালের ১৫ এপ্রিল মোহাম্মদ আজম তাঁর পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ুয়া ছেলে আবু সাঈদকে অপহরণ করা হয়েছে বলে ঢাকার হাজারীবাগ থানায় অজ্ঞাত ব্যক্তিদের আসামী করে একটি মামলা দায়ের করেন। পরবর্তীতে মামলাটি গোয়েন্দা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়। তদন্তে নেমে ডিবির উপপরিদর্শক রুহুল আমিন বরিশালের মেহেন্দীগঞ্জের বাসিন্দা আফজাল, সাইফুল, সোনিয়া ও শাহীন রাজিকে আটক করে। এরপর গোয়েন্দা পুলিশ তাঁদের ওপর নির্যাতন চালিয়ে আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিতে বাধ্য করে। সাইফুল বলেন, গোয়েন্দা পুলিশ তাঁদের চোখ বেঁধে পেটায় এবং মাটিতে ফেলে পারায়। এরপর গোয়েন্দা পুলিশের শেখানো কথা অনুযায়ী তাঁরা আদালতে বলেন, বরিশালগামী একটি লঞ্চ থেকে নদীতে ফেলে আবু সাঈদকে তাঁরা হত্যা করেছেন। এই ঘটনায় তাঁরা কয়েক বছর জেল খাটেন এবং পরবর্তীতে জামিনে মুক্তি পান। কিন্তু ২০১৯ সালের ২৯ অগাস্ট ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের পল্লবী জোনের সিনিয়র সহকারী কমিশনার এসএম শামীমের কাছে আফজাল এসে জানান আবু সাঈদ জীবিত আছে এবং তার বাবা মার সঙ্গে বসবাস করছে।[২৭] গত ৩০ অগাস্ট কথিত অপহরণ ও মিথ্যা খুনের নাটক সাজানোর ঘটনায় ভুক্তভোগী সোনিয়া সাতজনকে আসামী করে একটি মামলা দায়ের করেন। এরপর পুলিশ আবু সাঈদ ও তাঁর বাবা মোহাম্মদ আজম, মা মইনুর বেগমসহ চারজনকে গ্রেফতার করে।[২৮]

১০. রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দমন করার কাজে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে ব্যবহার করার কারণে এইসব বাহিনীর সদস্যরা অত্যন্ত বেপরোয়া হয়ে উঠেছে এবং দায়মুক্তি ভোগ করছে। ২০১৩ সালে 'নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন পাস হলেও ভয় ও হুমকির কারণে নির্যাতিত ব্যক্তি বা ব্যক্তির পরিবার এই আইনে মামলা করতে পারছেন না। কয়েকটি ক্ষেত্রে মামলা হলেও তা বিচারের মুখ দেখছে না। জাতিসংঘের নির্যাতন বিরোধী সনদ অনুমোদন করার ২০ বছর পর বাংলাদেশ[২৯] গত ২৩ জুলাই প্রাথমিক প্রতিবেদন জমা দিলে বাংলাদেশের নির্যাতন বিষয়ক পরিস্থিতির ওপর গত ৩০ ও ৩১ জুলাই নির্যাতন বিরোধী কমিটি পর্যালোচনা করে। কমিটির চূড়ান্ত পর্যবেক্ষণে বলা হয়, বাংলাদেশে নির্যাতনের অভিযোগ যথাযথ বা পর্যাপ্তভাবে তদন্ত হয় না এবং নির্যাতনের শিকার ব্যক্তির পরিবারের অভিযোগ গ্রহণে পুলিশ প্রায়ই অস্বীকৃতি জানায়। এমনকি অভিযোগকারী পরিবারগুলোকে পরে হুমকি, হয়রানি ও প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপের শিকার হতে হয়। কমিটি র‍্যাবের বিরুদ্ধে

---

[২৬] ১৯৯৮ সালের ২৩ জুলাই ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের ছাত্র শামীম রেজা রুবেলকে ৫৪ ধারায় গ্রেফতারের পরদিন ডিবি কার্যালয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৪ ও ১৬৭ ধারা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট করে। ২০০৩ সালে হাইকোর্ট এক রায়ে ৫৪ ও ১৬৭ ধারার কিছু বিষয় সংবিধানের কয়েকটি অনুচ্ছেদের সঙ্গে সাংঘর্ষিক ঘোষণা করেন। ৫৪ ধারায় গ্রেফতার ও হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদে প্রচলিত বিধি ছয়মাসের মধ্যে সংশোধন করতে বলেন। এই রায়ের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষের করা আপিল খারিজ করে দেন আপিল বিভাগ এবং পরবর্তীতে ২০১৬ সালের ১০ নভেম্বর ১৯ দফা নির্দেশনা সংবলিত একটি নীতিমালা প্রণয়ন করে দেন। https://www.blast.org.bd/content/pressrelease/10-11-2016-press-release-54-en.pdf

[২৭] যুগান্তর, ৩১ অগাস্ট ২০১৯; https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/215370/

[২৮] যুগান্তর, ১ সেপ্টেম্বর ২০১৯; https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/215746/

[২৯] ১৯৯৮ সালের ৫ অক্টোবর বাংলাদেশ জাতিসংঘের নির্যাতন বিরোধী সনদ অনুমোদন করে বাংলাদেশ।

নির্যাতন, নির্বিচারে গ্রেফতার, অঘোষিত আটক, গুম এবং তাদের হেফাজতে থাকাকালীন বিচারবহির্ভূত হত্যার বিশ্বাসযোগ্য অভিযোগ রয়েছে বলে উল্লেখ করেছে।[৩০]

১১. গত ২৬ জুন বরগুনা জেলা শহরের রাস্তায় প্রকাশ্যে রিফাত শরীফ নামে এক যুবককে হত্যার প্রধান স্বাক্ষী তাঁর স্ত্রী আয়েশা সিদ্দিকা মিন্নিকে পুলিশ গত ১৬ জুলাই গ্রেফতার করে তাদের হেফাজতে নিয়ে শারীরিক নির্যাতনের মাধ্যমে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিতে বাধ্য করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। মিন্নির মা জিনাত জাহান বরগুনা কারাগারে আটক মিন্নির সঙ্গে দেখা করতে গেলে মিন্নি জানান, পুলিশ লাইনের একটি কক্ষে এএসআই রিতার নেতৃত্বে ৪-৫ জন পুলিশ তাঁকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করে। এমনকি পানি খেতে চাইলেও তাঁকে পানি দেয়া হয়নি। একটি লিখিত বক্তব্য তৈরী করে তা মুখস্ত করতে বার বার চাপ দেয় পুলিশ।[৩১]

১২. গত ১৮ জুলাই এএসআই মোহাম্মদ মোবাইল ফোন চোর সন্দেহে ফোরকান চট্টগ্রামের কর্ণফুলি ব্রিজ এলাকা থেকে মোরশেদুল নামে এক ব্যবসায়ীকে আটক করে তাঁর কাছে থাকা চল্লিশ হাজার টাকা নিয়ে নেয়। এরপর তাঁকে বায়েজিদ বোস্তামী থানা হাজতে আটকে রাখে এবং ভয় দেখিয়ে তাঁর পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে ত্রিশ হাজার টাকা ঘুষ আদায় করে।[৩২]

১৩. গত ২৫ অগাস্ট ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলায় বাবুল মিয়া (৫৪) নামে এক ব্যক্তিকে একটি ডাকাতি মামলায় নাসিরনগর থানা পুলিশ গ্রেফতার করে। বাবুল মিয়ার পরিবারের অভিযোগ একদল সাদা পোশাক পরিহিত লোক বাবুল মিয়াকে কোন ধরনের গ্রেফতারী পরোয়ানা ছাড়াই আটক করে নিয়ে যায়। পরবর্তীতে পুলিশ তাঁর ওপর নির্যাতন চালালে তিনি মারা যান।[৩৩]

গুম

১৪. ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই বাংলাদেশে গুমের অভিযোগগুলো নিয়মিতভাবে আসতে থাকে। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির বিতর্কিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে ও পরে তা ব্যাপক আকার ধারণ করে। গুমের ঘটনাগুলোর সঙ্গে রাষ্ট্রীয় বাহিনীগুলোর জড়িত থাকার প্রমাণ রয়েছে।[৩৪] বিভিন্ন তদন্ত প্রতিবেদন থেকে গুমের ঘটনা প্রমাণিত হলেও সরকারের উচ্চমহল থেকে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রতিনিয়ত অস্বীকার করা হচ্ছে। জাতিসংঘের নির্যাতন বিরোধী কমিটি বাংলাদেশের ওপর প্রতিবেদন পর্যলোচনার সময় সরকার গুমের বিষয়টি অস্বীকার করে। নির্যাতন বিরোধী কমিটি তাদের চূড়ান্ত পর্যবেক্ষণে অঘোষিত আটক ও গুমের ঘটনাগুলোর বিষয়ে সরকারের তথ্য প্রকাশের ব্যর্থতায় উদ্বেগ জানায়।[৩৫]

১৫. ৩০ অগাস্ট গুমের শিকার ব্যক্তিদের স্মরণে আর্ন্তজাতিক দিবস উপলক্ষে গুম হওয়া স্বজনদের সংগঠন 'মায়ের ডাক' ও *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মীদের সংগঠন 'হিউম্যান রাইটস ডিফেন্ডারস্ নেটওয়ার্ক'

---

[৩০] প্রথম আলো, ১০ অগাস্ট ২০১৯; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1608889/

[৩১] বাংলাদেশ প্রতিদিন, ৫ অগাস্ট ২০১৯; https://www.bd-pratidin.com/last-page/2019/08/05/446221

[৩২] যুগান্তর, ১৯ জুলাই ২০১৯; https://www.jugantor.com/country-news/201090

[৩৩] দি ডেইলি স্টার, ২৬ অগাস্ট ২০১৯; https://www.thedailystar.net/backpage/news/man-dies-hours-after-arrest-1790728

[৩৪] গুম হয়ে যাওয়া সাতক্ষীরার মোখলেছুর রহমান জনির স্ত্রী জেসমিন নাহার রেশমা ২০১৭ সালের ২ মার্চ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে তার স্বামীকে ফিরে পাওয়ার জন্য একটি রিট পিটিশন দায়ের করেন। এই রিট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ১৬ মে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি কাজী রেজা-উল হক ও বিচারপতি মোহাম্মদ উল্লাহর সমন্বয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ মোখলেছুর রহমান জনির ব্যাপারে ৩ জুলাইয়ের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য সাতক্ষীরার চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটকে নির্দেশ দেন। সাতক্ষীরা জেলার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট হাবিবুল্লাহ মাহমুদ ৪ জুলাই ২০১৭ একটি তদন্ত প্রতিবেদন হাইকোর্টে দাখিল করেন যেখানে বলা হয়েছে যে, সাতক্ষীরা পুলিশের এসপি মোহাম্মদ আলতাফ হোসেন এবং সাতক্ষীরা সদর থানার সাবেক ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ইমদাদুল হক শেখ ও সাবেক এসআই হিমেল হোসেন মোখলেছুর রহমান জনি নামে একজন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসককে গ্রেফতার করার পর তাঁকে গুম করার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তদন্ত প্রতিবেদনে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ইমদাদুল হক শেখ ও এসআই হিমেল হোসেন সরাসরি এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত রয়েছেন বলে উল্লেখ আছে। (http://www.newagebd.net/article/19321/) আরেকটি ঘটনার ক্ষেত্রে নারায়ণগঞ্জে ৭ ব্যক্তিকে গুম করার পর হত্যা করার অপরাধে ২০১৭ সালের ১৬ জানুয়ারি নারায়ণগঞ্জ জেলা ও দায়রা জজ সৈয়দ এনায়েত হোসেন এক রায়ে র‍্যাব-১১ এর অধিনায়ক লে.কর্নেল (অব.) তারেক সাইদসহ ১৬ জন র‍্যাব কর্মকর্তা ও সদস্যসহ ২৬ জন অভিযুক্তকে ফাঁসির আদেশ দেন। (https://www.jugantor.com/news-archive/first-page/2017/01/17/93821/)

[৩৫] প্রথম আলো, ১০ অগাস্ট ২০১৯; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1608889/

যৌথভাবে গুমের শিকার ব্যক্তিদের পরিবারগুলোকে সঙ্গে নিয়ে র‍্যালি-সমাবেশ, মানববন্ধন ও আলোচনা সভা করে। এ সময় গুমের শিকার ব্যক্তিদের তাঁদের পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেয়ার দাবি জানানো হয়।

ছবি: খুলনা, বরিশাল

১৬. ঢাকার মিরপুরের কাঠ ব্যবসায়ী ইসমাইল হোসেন বাতেন এর স্ত্রী নাসরিন জাহান স্মৃতি বলেন, তাঁর স্বামী ইসমাইল গত ১৯ জুন আনুমানিক ২:৩০ মিনিটে দুপুরের খাবার খাওয়ার জন্য তাঁর কর্মস্থল 'দাদা স'মিল' থেকে বাসায় ফেরার সময় নিখোঁজ হন। এই ব্যাপারে শাহআলী থানায় একটি সাধারণ ডায়েরী করা হয়েছে। কিন্তু পুলিশ এখনও তাঁর কোন সন্ধান দিতে পারে নাই। গত ২০ জুলাই ইসমাইলের স্ত্রী এই ব্যাপারে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে এক সংবাদ সম্মেলন করেন। তিনি অভিযোগ করেন, পূর্বশত্রুতার জের ধরে তাঁর স্বামী ইসমাইল হোসেনকে উঠিয়ে নিয়ে গেছে র‍্যাবের কমিউনিকেশনস অ্যান্ড সিগনাল শাখার পরিচালক রাসেল আহমেদ কবির।[৩৬]

[৩৬] অধিকার এর সংগৃহীত তথ্য

১৭. জুলাই-সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এইসময়ে ৫ জনকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য পরিচয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর থেকে তাঁদের গুম হওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এঁদের মধ্যে ৩ জনের লাশ পাওয়া গেছে, ১ জনকে গুম করার পর পরবর্তীতে তাঁদের আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে এবং ১ জনকে পরবর্তীতে ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

কারাগারে ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতি এবং মানবাধিকার লঙ্ঘন

১৮. দেশের প্রায় সব কারাগারের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে কারাগারে আটক বন্দিদের ওপর নির্যাতন, বন্দিদের খাবার নিয়ে বাণিজ্য, স্বজনদের সঙ্গে সাক্ষাৎ বাণিজ্য, অসুস্থ না হয়েও হাসপাতালে থাকার জন্য ও কারাগারে ভালো জায়গায় থাকার ব্যবস্থা করার জন্য টাকা আদায়সহ বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির ব্যাপক অভিযোগ পাওয়া গেছে।[৩৭] এছাড়া কারাগারগুলোতে অতিরিক্ত বন্দি থাকার কারণে মানবিক বিপর্যয় দেখা দেয়ায় অনেক বন্দি কারাগারে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং মারা যান। সারাদেশে কারাগারের মোট ধারণ ক্ষমতা ৩৬ হাজার ৬১৪ জন। দেশের ৬৮টি কারাগারে চিকিৎসক, নার্স ও এ্যাম্বুলেন্সের অভাবে এবং অপ্রতুল চিকিৎসা ব্যবস্থার কারণে প্রতি মাসে গড়ে ২৩ জন আটক বন্দির মৃত্যু ঘটছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। মাত্র নয় জন ডাক্তার রয়েছেন ৯০,৬৩৮ জন বন্দির জন্য। অর্থাৎ প্রায় দশহাজার বন্দির জন্য মাত্র একজন ডাক্তার রয়েছেন। এরমধ্যে নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা, বরিশাল, গাজীপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চট্টগ্রাম, সিলেট এবং ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার ছাড়া অন্য ৬০টি কারাগারে কোন ডাক্তার নেই।[৩৮] এছাড়া বিভিন্ন সময়ে কারাগার কর্তৃপক্ষের গাফিলতির কারণেও আটক বন্দিদের মৃত্যু ঘটছে বলে অভিযোগ আছে।

১৯. ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা কারাগারের অনিয়ম ও দুর্নীতি নিয়ে যুগ্ম সচিব সৈয়দ বেলাল হোসেনের নেতৃত্বে গঠিত তদন্ত কমিটি একটি তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেছেন। তদন্ত প্রতিবেদনে কারাগারে দুর্নীতি ও নির্যাতনের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতি ওয়ার্ডে এক হাত পরিমান জায়গা বরাদ্ধের জন্য ৩ হাজার টাকা এবং অতিরিক্ত কম্বল পেতে হলে পাঁচ হাজার টাকা দিতে হয়। কারাগারে বন্দিদের যে খাবার দেয়া হয় তা অত্যন্ত নিম্নমানের। এই তদন্ত কমিটি ব্রাহ্মণবাড়িয়া ছাড়াও চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগার এবং ঝিনাইদহ জেলা কারাগার পরিদর্শন করে একই অবস্থা দেখতে পান।[৩৯] কেরানীগঞ্জ কেন্দ্রীয় কারাগারের ক্ষেত্রেও একই ধরণের অভিযোগ পাওয়া গেছে।[৪০]

২০. কারগারগুলোতে ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতি হলেও তা কারা পরিদর্শকরা অগ্রাহ্য করছেন। জেলা পর্যায়ে এই পরিদর্শক বোর্ডে বেসরকারী পরিদর্শক হিসেবে ক্ষমতাসীনদলের স্থানীয় পর্যায়ের নেতারা যুক্ত আছেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় পরিদর্শক বোর্ডের সভাপতি পদাধিকার বলে জেলা প্রশাসক এবং সদস্য হিসেবে আছেন পৌরসভার মেয়র নায়ার কবির ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আল মামুন সরকার।[৪১]

২১. জুলাই - সেপ্টেম্বর এই তিন মাসে ১১ জন 'অসুস্থতাজনিত' কারণে কারাগারে মৃত্যুবরণ করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

---

[৩৭] মানবজমিন, ৮ জুলাই ২০১৯; http://mzamin.com/article.php?mzamin=180233&cat=3

[38] দি ডেইলি স্টার, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯; https://www.thedailystar.net/frontpage/9-prison-doctors-for-90000-inmates-in-bangladesh-1801108

[৩৯] মানবজমিন, ৬ জুলাই ২০১৯; https://mzamin.com/article.php?mzamin=179930

[৪০] মানবজমিন, ১৭ জুলাই ২০১৯; http://mzamin.com/beta/article.php?mzamin=181178&cat=2/

[৪১] মানবজমিন, ১৫ জুলাই ২০১৯; http://mzamin.com/article.php?mzamin=181295&cat=3

রাজনৈতিক নিপীড়ন ও সভা-সমাবেশে বাধা

২২.২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর একটি প্রহসনমূলক ও অগ্রহণযোগ্য নির্বাচনের[৪২] আগে থেকেই আওয়ামী লীগ সরকার বিরোধীদল ও ভিন্নমতাবলম্বীদের ওপর ব্যাপক দমন-পীড়ন শুরু করে। এই সময়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা বিরোধীদল ও জোটের হাজার হাজার নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে গায়েবী মামলা[৪৩] দায়ের করে এবং তাঁদের গ্রেফতার করে।[৪৪] আদালত থেকে জামিন নিয়ে জেল থেকে বের হওয়ার সময় অনেক নেতা-কর্মীকে জেল গেট থেকেও গ্রেফতার করা হয়।[৪৫] এছাড়াও মামলা দায়েরের সময় পুলিশ বিপুল সংখ্যক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিকে আসামি করে পরবর্তীতে যে কোন ব্যক্তিকে মামলায় জড়িয়ে দেয়ার ব্যবস্থা রাখে। এরকম পরিস্থিতিতে অনেক নেতাকর্মী বাড়িঘর ছেড়ে আত্মগোপনে চলে যান এবং অনেকে দেশের বাইরে গিয়ে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করেন। জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা ইউএনএইচসিআর এর হিসেব মতে, গত পাঁচ বছরে এক লাখ ৬০ হাজার ৭৩৭ জন বাংলাদেশী নাগরিক বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক আশ্রয়ের জন্য আবেদন করেছেন, যা আগের পাঁচ বছরের তুলনায় দ্বিগুনেরও বেশী। বিরোধী রাজনীতিতে জড়িত থাকার কারণে গ্রেফতার, নির্যাতন ও মামলা দায়েরসহ নানা ধরনের কারণ দেখিয়েছেন তাঁরা।[৪৬]

২৩.২০১৯ সালের শুরু থেকেই বিরোধীদল ও ভিন্নমতাবলম্বীদের সভা-সমাবেশ করার অধিকার সংকুচিত করা হতে থাকে। বিরোধী রাজনৈতিকদল (বিএনপি) ও সরকারের কাছে বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলনকারী সংগঠনগুলোর মিছিল সমাবেশ পুলিশ এবং আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ ও যুবলীগ হামলা করে পণ্ড করে দেয়। এমনকি পুলিশ স্কুল শিক্ষার্থীদের আয়োজিত মানববন্ধন কর্মসূচীতেও বাধা দেয়। এই ব্যাপারে নিচে উদাহরণ দেয়া হলঃ

২৪.বগুড়া ওয়াইএমসিএ স্কুল এন্ড কলেজের দশম শ্রেণীর এক ছাত্রীর ব্যক্তিগত ভিডিও জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থার কর্মকর্তা তৌহিদুল ইসলামের ছেলে আবির আহমেদ ভাইরাল করে দিলে তিনি গত ১৭ জুন আত্মহত্যা করেন। এই ঘটনার প্রতিবাদে এবং অভিযুক্তদের গ্রেফতার ও শাস্তির দাবিতে গত ৯ জুলাই স্কুলের সামনে ছাত্রীটির পরিবারের সদস্যরা এবং স্কুলের শিক্ষার্থীরা মানববন্ধন করতে গেলে পুলিশের বাধার মুখে তা পণ্ড হয়ে যায়।[৪৭]

২৫.গত ১ সেপ্টেম্বর বিএনপি'র প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন এলাকায় মিছিল ও সমাবেশে পুলিশ বাধা দেয় এবং আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ ও যুবলীগ হামলা চালায়। এর মধ্যে কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা হল। যেমন- ময়মনসিংহ জেলার গৌরিপুরে বিএনপি'র মিছিলে পুলিশ বাধা দেয় এবং লাঠিচার্জ করে ১০ জনকে আহত করে। কিশোরগঞ্জে মিছিলে পুলিশ বাধা দেয় এবং ব্যানার ছিনিয়ে নেয়। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় প্রশাসনের অনুমতি নিয়ে একটি কমিউনিটি সেন্টারে আলোচনা সভার আয়োজন করলেও পুলিশ কমিউনিটি সেন্টারটিতে তালা লাগিয়ে দেয়। বগুড়া এবং নোয়াখালীতে পুলিশ, ছাত্রলীগ ও যুবলীগ সমাবেশে বাধা দেয় এবং বিএনপি'র

[৪২] ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের অধীনে অনুষ্ঠিত এই নির্বাচনে সব দল অংশ নিলেও ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীদের পক্ষে আগের রাতে ব্যালট পেপারে সিল মেরে বাক্সে ভরে রাখা, জাল ভোট দেয়া, প্রকাশ্যে ক্ষমতাসীন দলের প্রার্থীকে ভোট দিতে বাধ্য করা, কেন্দ্র দখল ও বিরোধীদল মনোনীত প্রার্থীর এজেন্টদের আটক ও বের করে দেয়া এবং ভোটারদের ভয়ভীতি প্রদর্শনসহ বিভিন্ন অনিয়মের ঘটনা ঘটেছে যা ছিল নজিরবিহীন। নির্বাচন কমিশন, আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য ও প্রশাসন এই ভোট কারচুপিতে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগকে সহায়তা করে। এই ধরনের নির্বাচনের ফলে ক্ষমতাসীনদল নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করে এবং তার জোট সঙ্গী জাতীয় পার্টিসহ অন্যান্য দল বেশ কয়েকটি আসনে বিজয়ী হয়। https://www.ti-bangladesh.org/beta3/index.php/en/highlights/5749-2019-01-15-07-24-53

[৪৩] নয়াদিগন্ত, ১২ নভেম্বর ২০১৮; http://www.dailynayadiganta.com/first-page/364023/

[৪৪] নয়াদিগন্ত, ১৩ নভেম্বর ২০১৮; http://www.dailynayadiganta.com/first-page/364250/

[৪৫] নয়াদিগন্ত, ২১ নভেম্বর ২০১৮; http://www.dailynayadiganta.com/more-news/366386/

[৪৬] মানবজমিন ১০ জুলাই ২০১৯, https://www.mzamin.com/article.php?mzamin=180571;

[৪৭] যুগান্তর ১০ জুলাই ২০১৯; https://www.jugantor.com/todays-paper/city/197417/

নেতা-কর্মীদের ওপর হামলা চালায়।[৪৮] মেহেরপুর জেলার গাংনীতে বিএনপির কার্যালয়ে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ হামলা করে তা পণ্ড করে দেয়।[৪৯]

২৬. গত ১৮ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও ব্যবসায় অনুষদের ডিনের পদত্যাগসহ তিন দফা দাবী আদায়ের কর্মসূচীতে বাম ছাত্র সংগঠন ও বাংলাদেশ সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের নেতা-কর্মীরা টিএসসি থেকে মিছিল নিয়ে ব্যবসায় অনুষদের ডিন কার্যালয়ে যান। এই সময় আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা তাঁদের ওপর হামলা করলে ৫ জন শিক্ষার্থী আহত হন।[৫০]

তিন দফার কর্মসূচিতে ছাত্রলীগের হামলা। ছবিঃ যুগান্তর ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯

জালিয়াতি ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যানারে বাণিজ্য অনুষদ ঘেরাও কর্মসূচি পালনকারীদের সঙ্গে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের সংঘর্ষ হয়। এতে আসিফ মাহমুদ নামে বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বর্ষের এক শিক্ষার্থী আহত হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৮ সেপ্টেম্বর। ছবিঃ প্রথম আলো ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯

[৪৮] নয়াদিগন্ত, ২ সেপ্টেম্বর ২০১৯; http://www.dailynayadiganta.com/first-page/436886/
[৪৯] যুগান্তর, ৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯; https://www.jugantor.com/todays-paper/news/216549/
[৫০] যুগান্তর, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯; https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/222171/

২৭.গত ২১ সেপ্টেম্বর গোপালগঞ্জ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপচার্য ড. খোন্দকার নাসির উদ্দিনের পদত্যাগের দাবিতে আন্দেলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর কিছু দুর্বৃত্ত লাঠিসোঁটা ও রামদা নিয়ে হামলা করলে ২০ জন শিক্ষার্থী আহত হন।[৫১] আহতদের মধ্যে ৯ জনকে গোপালগঞ্জ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সূত্রে জানা যায় যে, হামলাকারীরা গোপালগঞ্জ শহরের সরকারদলীয় নেতাকর্মী এবং তাদের ভয়ে আক্রান্তরা মামলা করার সাহস পাচ্ছেন না।[৫২]

হামলায় আহত শিক্ষার্থীরা। ছবিঃ যুগান্তর ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৯

ক্ষমতাসীনদলের দুর্বৃত্তায়ন

২৮.**চলতি বছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়ে রাজনৈতিক সহিংসতায় কমপক্ষে ৮ জন নিহত ও ৬৩৭ জন আহত হয়েছেন। এই তিন মাসে আওয়ামী লীগের ৪১টি এবং বিএনপি'র ২টি অভ্যন্তরীণ সংঘাতের ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে। আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ৬ জন নিহত ও ৫০০ জন আহত হয়েছেন। এছাড়া বিএনপি'র অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ১ জন নিহত ও ২৪ জন আহত হয়েছেন।**

২৯.২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি'র ও ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর'র বিতর্কিত ও প্রহসনমূলক নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে ক্ষমতা কুক্ষিগত করা আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা জনমতের তোয়াক্কা না করে ব্যাপকভাবে বিরোধীদলের নেতাকর্মীদের ওপর দমন-পীড়ন, চাঁদাবাজি, জমি দখল ও নারীর প্রতি সহিংসতাসহ বিভিন্ন ধরনের সহিংস কার্যকলাপে লিপ্ত রয়েছে। এছাড়া তারা নিজেদের মধ্যে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দ্বন্দ্বের কারণেও সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে এবং তাদের আগ্নেয়াস্ত্রসহ বিভিন্ন মারণাস্ত্র ব্যবহার করতে দেখা যাচ্ছে।

৩০.বরগুনা জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং সংসদ সদস্য ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভুর সমর্থকদের বিরুদ্ধে শম্ভুর পক্ষ হয়ে বরগুনার সড়ক ও জনপথ বিভাগ, পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং এলজিইডিসহ ঠিকাদারসংশ্লিষ্ট দফতরগুলোতে জোর করে বা ভয় দেখিয়ে কাজ আদায় করার অভিযোগ রয়েছে। তাঁর কথা কোন সরকারী কর্মকর্তা অমান্য করলে প্রকাশ্যে মারধর ও লাঞ্ছিত করা এবং ক্ষুদ্রজাতিগোষ্ঠি রাখাইন সম্প্রদায়ের কাছ থেকে জমি কিনে তার মূল্য পরিশোধ না করার অভিযোগ রয়েছে।[৫৩]

---

[৫১] প্রথম আলো, ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৯

[৫২] প্রথম আলো, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯

[৫৩] যুগান্তর, ২ অগাস্ট ২০১৯; https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/205893/

৩১. গত ১০ অগাস্ট ফরিদপুর জেলার নগরকান্দায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে কাইচাইল ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ঠাণ্ডু মিয়ার সমর্থকদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় যুবলীগের সদস্য হানিফ মিয়ার সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। সংঘর্ষে রওশন মিয়া (৫২) ও তুহিন মিয়া (২২) নামে দুই ব্যক্তি নিহত এবং ৮ জন আহত হন।[৫৪]

৩২. জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের নির্বাচিত নতুন কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি ফজলুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক ইকবাল হোসেনের নেতৃত্বে নেতা-কর্মীরা গত ২৩ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলে টিএসএসিতে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি সনজিত চন্দ্র দাস এর নেতৃত্বে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা লাঠিসোঁটা নিয়ে তাঁদের ওপর হামলা চালায়। এই হামলায় ৩০ জন ছাত্রদল নেতা-কর্মী এবং তিন জন সাংবাদিক আহত হন।[৫৫]

দুর্নীতির ভয়াবহ বিস্তার এবং জবাবদিহিতার অভাব

৩৩. জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত সংসদ না থাকায় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অভাবে দেশে চরম দুঃশাসন ও দুর্নীতি চলছে। দেশের প্রতিটি সেক্টরে দুর্নীতি ভয়াবহ রূপ নিয়েছে এবং ধনী-দরিদ্রের মধ্যে অসমতা প্রকট আকার ধারণ করেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ও তার বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের নেতা-কর্মী এবং সরকার সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পেশাজীবীদের বিরুদ্ধে অবৈধ ব্যবসা, টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি, শেয়ার মার্কেট কারসাজি এবং ব্যাংকিং সেক্টরে ব্যাপক লুটপাটের[৫৬] অভিযোগ রয়েছে। অবৈধভাবে উপার্জিত এই সমস্ত অর্থ বিদেশে পাচার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। প্রতি বছর দেশ থেকে ৭৫ হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচার হচ্ছে।[৫৭] অধিকাংশ সংবাদ মাধ্যম বিশেষত ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াগুলো সরকার সমর্থক হলেও কিছু সংবাদ মাধ্যম সাহস করে দুর্নীতির সংবাদ প্রকাশ করছে। যদিও এই ব্যাপক দুর্নীতির তুলনায় প্রকাশিত প্রতিবেদনের হার খুবই কম।

৩৪. ২০১৯ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর দৈনিক প্রথম আলো ২০১৬ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরির ঘটনার ব্যাপারে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০১৬ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি রাতে পৃথিবীর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় চুরির ঘটনা ঘটে বাংলাদেশ ব্যাংকে। ব্যাংকের পাসওয়ার্ড জেনে নিয়ে চুরি হয় ৮ কোটি ১০ লাখ ১ হাজার ৬২৩ মার্কিন ডলার (বাংলাদেশি মুদ্রায় ৮১০ কোটি টাকা)। সেই অর্থ এখনো পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকার উদ্ধার করতে পারেনি। বাংলাদেশ ব্যাংকের তৎকালীন গভর্নর আতিউর রহমান অর্থ চুরির এই ঘটনা ২৪ দিন পর্যন্ত গোপন রাখেন। ২০১৬ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি ফিলিপাইনের 'ডেইলি ইনকুরিয়ার' পত্রিকায় বাংলাদেশের রিজার্ভ চুরির ঘটনা প্রকাশিত হলে তিনি তা প্রকাশ করতে বাধ্য হন। মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন এর নেতৃত্বাধীন তদন্ত কমিটি দায়িত্বহীনতা, কাজে গাফিলতি ও অদক্ষতার জন্য প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের এ্যাকাউন্ট এন্ড বাজেটিং বিভাগের কর্মকর্তা মুখলেসুর রহমান, জুবায়ের বিন হুদা, মিজানুর রহমান ভূঁইয়া, শেখ রিয়াজউদ্দিন, রফিক আহমেদ মজুমদার, মইনুল ইসলাম এবং আইটি বিভাগের উপ-

---

[৫৪] যুগান্তর, ১১ অগাস্ট ২০১৯; https://www.jugantor.com/todays-paper/news/209257/

[৫৫] প্রথম আলো, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1615749

[৫৬] ২০১৪ সালে বিতর্কিত নির্বাচনের মাধ্যমে দ্বিতীয়বারের মত আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর দলীয় নেতাকর্মীদের অনুকূলে অনেকগুলো ব্যাংকের লাইসেন্স দেয় এবং বিভিন্ন ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে নেতাকর্মীদের সম্পৃক্ত করে। ফলে সোনালী ব্যাংক থেকে হলমার্ক নামে একটি প্রাইভেট কোম্পানী কয়েক হাজার কোটি টাকা দুর্নীতির মাধ্যমে হাতিয়ে নেয় বলে অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া বেসিক ব্যাংক (ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান শেখ আবদুল হাই বাচ্চুর সঙ্গে সরকারের উচ্চ মহলের সখ্যতার কারণে বেসিক ব্যাংকের দুর্নীতির মামলায় এখনও তাঁকে আসামী করেনি দুর্নীতি দমন কমিশন, https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1615028), আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য এবং ২০১২ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্বে থাকা মহিউদ্দিন খান আলমগীরের মালিকাধীন ফারমার্স ব্যাংক যা বর্তমানে পদ্মা ব্যাংক নামে পরিচিত (পরিচালনা পর্ষদে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের সাবেক নেতাসহ ক্ষমতাসীন দলের সমর্থনপুষ্ট বুদ্ধিজীবী রয়েছেন) এবং জনতা ব্যাংকসহ বিভিন্ন ব্যাংকে ব্যাপক দুর্নীতি ও ঋণ কেলেঙ্কারি মাধ্যমে হাজার হাজার কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে।

[৫৭] যুগান্তর, ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯; https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/218415/

মহাব্যবস্থাপক রাহাত উদ্দিনকে চাকরি থেকে অব্যাহতির সুপারিশ করলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি, বরং এর মধ্যে জুবায়ের বিন হুদাকে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে। এছাড়াও তদন্ত কমিটি সুইফট এর বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি রেড্ডি, অথরেশ এবং নিলাভান্নান এর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে গুরুতর সন্দেহ পোষণ করেছে। এই বিষয়ে তদন্ত শেষে এখনো পর্যন্ত অভিযোগপত্র দেয়নি সিআইডি। বাংলাদেশে এই ঘটনাটির সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।[৫৮] অথচ এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত ফিলিপাইনের রিজাল ব্যাংকের সাবেক ব্রাঞ্চ ম্যানেজার মায়া দেগুইতোকে ফিলিপাইনের একটি আদালত এই বছরের জানুয়ারী মাসে ৩২ থেকে ৫৬ বছরের জেল এবং ১০ কোটি ৯০ ডলার অর্থদণ্ড দিয়েছে।[৫৯]

৩৫. পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও সীমাহীন দুর্নীতি চলছে। উদাহরণস্বরূপ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে 'উন্নয়ন' কাজের থেকে বিপুল পরিমান অর্থ কমিশন বাবদ গ্রহণ করার বিষয়টি সংবাদ মাধ্যমে চলে আসলে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে দল থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়টির উপাচার্যও দুর্নীতিতে জড়িত আছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

৩৬. গত ১৮ সেপ্টেম্বর অবৈধভাবে ক্যাসিনো চালানোর অভিযোগে আওয়ামী যুবলীগের ঢাকা দক্ষিণের সাংগঠনিক সম্পাদক খালেদ মোহাম্মদ ভূঁইয়াকে গ্রেফতার করা হয়। এ সমস্ত ক্যাসিনো থেকে অবৈধভাবে অর্জিত টাকা পুলিশ ও ক্ষমতাসীনদলের নেতারা নিয়মিত ভাগ পেতো বলে জানা গেছে। খালেদ মাহমুদ ভূঁইয়া কোটি কোটি টাকা বিদেশে পাচার করেছেন বলেও অভিযোগ রয়েছে।[৬০] খালেদের গ্রেফতারের পর গত ২০ সেপ্টেম্বর যুবলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সমবায় বিষয়ক সম্পাদক জি কে শামিমকে তার কার্যালয় থেকে সাতজন দেহরক্ষীসহ গ্রেফতার করা হয় এবং ১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা নগদ, ১৬৫ কোটি টাকার স্থায়ী আমানতের কাগজপত্রসহ বিভিন্ন দেশের মুদ্রা উদ্ধার করা হয়। জি কে শামিম ও তার অবৈধভাবে অর্জিত টাকা উচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক নেতা ও আমলাদের ঘুষ দিতেন বলে জানা গেছে।[৬১]

৩৭. বর্তমান সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যাংকের বিপুল পরিমান টাকা আত্মসাৎ এবং বিদেশে পাচারসহ দুর্নীতির অভিযোগ থাকলেও দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)কে তেমন কোন কার্যকর ব্যবস্থা নিতে দেখা যায়নি। এমনকি দুদকের কোন কোন কর্মকর্তার বিরুদ্ধেও দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। অথচ দুদকের কবলে পড়ে সাধারণ মানুষকে নাজেহাল হতে হয়েছে এবং নিরপরাধ মানুষকে দীর্ঘদিন জেলে আটকে রাখারও উদাহরণ রয়েছে।[৬২]

গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা

৩৮. জুলাই মাসের শুরু থেকে সারাদেশে গণপিটুনীর ঘটনা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। পদ্মা সেতু বানাতে 'শিশুদের মাথা লাগবে' দুবৃর্ত্তরা এরকম গুজব তৈরী করলে শিশু অপহরণের সঙ্গে যুক্ত সন্দেহে বিভিন্ন এলাকায় সন্দেহভাজন নারী পুরুষ উভয়কেই গণপিটুনী দেয়া হয়।[৬৩] এতে বেশ কয়েকজন নিরীহ মানুষ প্রাণ হারান। ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা অকার্যকর হওয়ার মধ্যে দিয়ে বিচারহীনতার সংস্কৃতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার

[৫৮] প্রথম আলো, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯; https://www.prothomalo.com/economy/article/1614720

[৫৯] Philippine court orders jail for former bank manager over Bangladesh central bank heist", রয়টার্স, ১০ জানুয়ারি ২০১৯; https://www.reuters.com/article/us-cyber-heist-philippines/philippine-court-orders-jail-for-former-bank-manager-over-bangladesh-central-bank-heist-idUSKCN1P40AG

[৬০] যুগান্তর, ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৯; https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/222532/

[৬১] যুগান্তর, ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৯; https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/222916/

[৬২] মানবজমিন, ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯; http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=157885&cat=3

[৬৩] দি গার্ডিয়ান, ২৫ জুলাই ২০১৯; https://www.theguardian.com/world/2019/jul/25/bangladesh-eight-lynched-over-false-rumours-of-child-sacrifices

সদস্যরা দায়মুক্তি ভোগ করছে এবং ব্যাপক দুর্নীতির কারণে এইসব প্রতিষ্ঠানের প্রতি মানুষ আস্থা হারিয়ে ফেলেছে।

৩৯. গত ২০ জুলাই তাসলিমা বেগম নামে এক গৃহবধু ঢাকার উত্তর বাড্ডা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তাঁর সন্তানকে ভর্তির বিষয়ে খোঁজ নিতে গেলে শিশু অপহরণকারী সন্দেহে তাঁকে গণপিটুনী দিয়ে হত্যা করা হয়। একই দিনে নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে ছেলেধরা সন্দেহে গণপিটুনীতে নিহত সিরাজ ছিলেন বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধি।[৬৪]

৪০. **২০১৯ সালের জুলাই-সেপ্টেম্বর এই তিন মাসে গণপিটুনিতে ২০ জন নিহত হয়েছেন।**

মৃত্যুদণ্ড

৪১. বাংলাদেশে বিভিন্ন ফৌজদারি আইনে মৃত্যুদণ্ডের বিধান বহাল রয়েছে। পুলিশ রিমান্ডে নিয়ে নির্যাতনের মাধ্যমে অভিযুক্তদের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিতে বাধ্য করে এবং এই স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দির ওপর ভিত্তি করে আদালত অভিযুক্তকে সর্বোচ্চ সাজা প্রদান করে থাকে। প্রতি বছর নিম্ন আদালতে ব্যাপক সংখ্যক অভিযুক্তকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হওয়া এইসব অভিযুক্তকে বহু বছর কনডেম্ড সেলে (নির্জন প্রকোষ্ঠে) রাখার ফলে তাঁরা মানসিক ও শারীরিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। ৩০ জুন পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন কারাগারে আটক মৃত্যুদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত কয়েদির সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে অনিষ্পন্ন ১ হাজার ৪৬৭ টি মামলা এবং সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে ২৩৭ টি মামলা বিচারাধীন রয়েছে।[৬৫]

৪২. **জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নিম্ন আদালত কর্তৃক ৮২ জনকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে এবং ১ জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে।**

৪৩. গত ৩ জুলাই পাবনার অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক রোস্তম আলী ১৯৯৪ সালে পাবনার ঈশ্বরদীতে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বহনকারী ট্রেনে বোমা হামলা ও গুলির ঘটনায় ৯ জনকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তরা সবাই বিরোধীদল বিএনপি এবং এর সহযোগী সংগঠন যুবদল ও ছাত্রদলের নেতা-কর্মী।[৬৬] আদালতের এই রায়ের প্রতি নিন্দা জানিয়ে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, ঈশ্বরদীতে শেখ হাসিনার ওপর হামলার ঘটনা 'মিথ্যা ও বানোয়াট'। তিনি দাবি করেন যে, রাজনৈতিক ইস্যু তৈরি করার জন্য আওয়ামী লীগই এই সাজানো হামলা করে।[৬৭]

৪৪. ২০০২ সালে ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জে আমির আবদুল্লাহ হাসান ও সেন্টু মিয়া নামে দুই ব্যক্তিকে হত্যার দায়ে গত ২৪ জুলাই চাঁন মিয়া ওরফে চান্দু নামে এক ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড গাজীপুরের কাশিমপুর কারাগারে কার্যকর করা হয়েছে।[৬৮]

মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও নিবর্তনমূলক আইন

৩৬. সরকার অধিকাংশ সংবাদ মাধ্যম, বিশেষত ইলেকট্রনিক মিডিয়া নিয়ন্ত্রণ করছে[৬৯] এবং বিভিন্নভাবে সংবাদ মাধ্যমের ওপর চাপ সৃষ্টি করে বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদ প্রচার ব্যাহত করছে। সরকার নিবর্তনমূলক ডিজিটাল

[৬৪] প্রথম আলো, ২২ জুলাই ২০১৯; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1605476
[৬৫] প্রথম আলো, ১২ জুলাই ২০১৯; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1603790/
[৬৬] যুগান্তর, ৪ জুলাই ২০১৯; https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/194999/
[৬৭] দি ডেইলি স্টার, ৪ জুলাই ২০১৯; https://www.thedailystar.net/frontpage/news/attack-hasinas-trainnine-die-25-serve-life-term-1766503
[৬৮] যুগান্তর, ২৫ জুলাই ২০১৯; https://www.jugantor.com/national/203019/
[৬৯] সরকার বিরোধীদলপন্থী ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া- দিগন্ত টিভি, ইসলামিক টিভি এবং আমার দেশ পত্রিকা ২০১৩ সাল থেকে বন্ধ করে রেখেছে।

নিরাপত্তা আইনসহ বিভিন্ন হয়রানিমূলক মামলা দায়ের করে সাংবাদিক, সরকারের সমালোচনাকারী সাধারণ নাগরিক, বিরোধী রাজনৈতিক নেতা-কর্মী ও ভিন্নমতাবলম্বীদের হয়রানী করছে এবং তাঁদের গ্রেফতার করছে।

৩৭. গত ১৮ সেপ্টেম্বর ডিবিসি টিভি চ্যানেলের এক টকশোতে বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা শামসুজ্জামান দুদু সরকার বিরোধী বক্তব্য দেয়ার কারণে চুয়াডাঙ্গায় শামসুজ্জামান দুদুর বাড়িতে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা হামলা চালিয়ে ভাংচুর করে। এদিকে দুদুর বিরুদ্ধে ঢাকা এবং চট্টগ্রাম আদালতে রাষ্ট্রদ্রোহীতার দুটি মামলা দায়ের করেছেন আওয়ামী লীগের দুই নেতা।[৭০]

নিবর্তনমূলক ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন

৩৮. **জুলাই-সেপ্টেম্বর এই তিন মাসে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে ৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।**

৩৯. ফেসবুকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তাঁর ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়ের বিকৃত ছবি একটি পোস্টে শেয়ার করার অভিযোগে মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়ার ভবেরচর এলাকা থেকে আলাউদ্দিন নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।[৭১]

৪০. গত ৫ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম জেলার বোয়ালখালীতে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন জোটের অর্ন্তভুক্ত জাসদ দলীয় সংসদ সদস্য (আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রতীক নৌকা নিয়ে নির্বাচিত) মঈনুদ্দিন খান বাদল সর্ম্পকে ফেসবুকে মাওলানা হারুন-অর-রশিদ নামে এক ব্যক্তি মন্তব্য করেন। এই বিষয়ে কামাল উদ্দিন মুকুল নামে এক ব্যক্তি হারুন-অর-রশিদের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা দায়ের করলে গত ১৩ সেপ্টেম্বর পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে।[৭২]

সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা

৪১. **জুলাই-সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পেশাগত দায়িত্ব পালনের সময় ৭ জন সাংবাদিক আহত, ২ জন লাঞ্ছিত** এবং **৪ জন হুমকির সম্মুখীন হয়েছেন।**

৪২. গত ২০ জুলাই বাগেরহাট জেলার রামপালে পেশাগত দায়িত্ব পালন করার সময় রামপালের যুগান্তর প্রতিনিধি সুজন মজুমদারের ওপর উপজেলা আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ সভাপতি শেখ হাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে একদল দুর্বৃত্ত তাঁকে মারধর করে এবং এলাকা থেকে চলে যাওয়ার জন্য হুমকি দেয়।[৭৩]

নারীর প্রতি সহিংসতা

৪৩. জুলাই-সেপ্টেম্বর এই তিন মাসে নারীরা ধর্ষণ, যৌন হয়রানি, যৌতুক সহিংসতা এবং পারিবারিক সহিংসতার শিকার হয়েছেন। শিশু ধর্ষণের ঘটনাও বর্তমানে মারাত্মকভাবে বেড়েছে। নারী ও শিশুদের ওপর বিভিন্ন ধরনের নিপীড়ন ও সহিংসতা চালানো হলেও এই সমস্ত ঘটনার বিচার এবং অপরাধীদের সাজা হওয়ার সংখ্যা খুবই কম।[৭৪] 'বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭' এর ১৯ ধারা[৭৫] বাল্য বিবাহের সুযোগ সৃষ্টি করেছে।

---

[৭০] যুগান্তর, ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৯; https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/222546

[৭১] যুগান্তর, ১৯ জুলাই ২০১৯; https://www.jugantor.com/country-news/201059/

[৭২] যুগান্তর, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯; https://www.jugantor.com/todays-paper/bangla-face/220731

[৭৩] যুগান্তর, ২২ জুলাই ২০১৯, https://www.jugantor.com/todays-paper/bangla-face/201945

[৭৪] নারীর প্রতি সহিংসতার বিচার পরিস্থিতি নিয়ে একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে ধর্ষণ, গণধর্ষণ, ধর্ষণের জন্য চেষ্টা, যৌতুকের জন্য হত্যা, আত্মহত্যার প্ররোচনা আর যৌন নিপীড়নের মতো গুরুতর অপরাধে ঢাকা জেলার পাঁচটি ট্রাইব্যুনালে ২০০২ সাল থেকে ২০১৬ সালের অক্টোবর পর্যন্ত দায়ের হওয়া ৭ হাজার ৮৬৪টি মামলার প্রাথমিক তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। যার মধ্যে নিষ্পত্তি হয়েছে ৪ হাজার ২৭৭টি মামলা, সাজা হয়েছে ১১০ টি মামলায়। অর্থাৎ বিচার হয়েছিল ৩ শতাংশের কম ক্ষেত্রে। বাকি ৯৭ শতাংশ মামলার আসামী হয় বিচার শুরু হওয়ার আগে অব্যাহতি পেয়েছে, নয়তো পরে খালাস পেয়েছে।

ধর্ষণ

৫৯. গত তিন মাসে ২৭৪ জন নারী ও শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ৮৮ জন নারী, ১৮৫ জন মেয়ে শিশু এবং ১ জনের বয়স জানা যায়নি। ঐ ৮৮ জন নারীর মধ্যে ৪১ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন এবং ৪ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। ১৮৫ জন মেয়ে শিশুর মধ্যে ২৮ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন এবং ৮ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। এই সময়কালে ৩৮ জন নারী ও শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

৬০. ধর্ষকের শাস্তি নিশ্চিত না হওয়ায় আইনের ফাঁক গলে ধর্ষকরা রেহাই পেয়ে যাওয়ার কারণে দেশে ব্যাপকভাবে ধর্ষণের ঘটনা ঘটছে। ধর্ষণের বিচার না হওয়ার পেছনে পুলিশের অসহযোগিতা অন্যতম কারণ। অভিযোগ রয়েছে যে, পুলিশ ইচ্ছা করেই এমনভাবে মামলার বর্ণনা লিখে, যাতে করে মামলাটি দুর্বল হয়ে যায়। টাকা-পয়সা লেনদেনের মাধ্যমে পুলিশের সঙ্গে ধর্ষকের দফারফা হয়।[৭৬] এছাড়া মামলা করতে গিয়ে প্রায় অর্ধেক নারী ও শিশু থানায় হেনস্তার শিকার হন। মামলা দায়ের হলেও অভিযুক্তদের গ্রেফতার করতে পুলিশ অনীহা প্রকাশ করে। আসামী ধরতে না পারার পেছনে পুলিশ রাজনৈতিক নেতা, জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় দুর্বৃত্ত ও উর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তাদের দায়ী করেছেন।[৭৭] এছাড়া ক্ষমতাসীনদলের নেতাকর্মীরা ধর্ষণের ঘটনা ঘটাচ্ছে।

৬১. ২০১৮ সালের ২৩ ডিসেম্বর ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশালে দ্বিতীয় শ্রেণীর এক মাদ্রাসা ছাত্রীকে সবুজ আলী মণ্ডল নামে এক ব্যক্তি ধর্ষণ করে। ত্রিশাল থানায় এ ব্যাপারে মামলা দায়ের করা হলেও অভিযুক্তকে পুলিশ গ্রেফতার করেনি। এই কারণে ২০১৯ সালের ২৪ জুলাই ঐ শিশু তাঁর বড় ভাইকে নিয়ে ঢাকার জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বিচারের দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি পালন করে।[৭৮]

৬২. খুলনার রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উসমান গনি পাঠানসহ ৫ পুলিশ সদস্যদের বিরুদ্ধে থানায় আটকে রেখে এক গৃহবধুকে গণধর্ষণ করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। ধর্ষণের শিকার নারীর বড় বোনের স্বামী শাহাবুদ্দিন মাতুব্বর *অধিকারকে* জানান, ২ অগাস্ট তাঁর শ্যালিকা যশোর থেকে ট্রেনে খুলনায় আসেন। সন্ধ্যা আনুমানিক ৭:৩০ টায় ট্রেন থেকে নামার পর খুলনা রেলস্টেশনে কর্তব্যরত জিআরপি পুলিশের সদস্যরা তাঁকে মোবাইল চুরির অভিযোগে সন্দেহজনকভাবে ধরে নিয়ে যায়। পরে তাঁকে (শাহাবুদ্দিন) ফোন করে ওসি উসমান গনি থানায় ডেকে নিয়ে এক লাখ টাকা দাবি করে। তিনি টাকা দিতে অপরাগতা প্রকাশ করলে তাঁর শ্যালিকাকে ফেনসিডিলসহ আরো কঠিন মামলায় চালান দেয়া হবে বলে ওসি তাঁকে হুমকি দেয়। রাত বেশি হলে তিনি বাড়িতে ফিরে যান। গভীর রাতে জিআরপি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উসমান গনি পাঠান প্রথমে তাঁকে ধর্ষণ করে। এরপর আরও ৪ জন পুলিশ সদস্য এসআই গৌতম কুমার পাল, এএসআই নাজমুল হক, কনস্টেবল মিজান ও হারুন তাঁকে ধর্ষণ করে। পরদিন ৫ বোতল ফেন্সিডিলসহ একটি মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে তাঁকে খুলনার সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আমলী আদালতে প্রেরণ করা হয়।[৭৯] এই ব্যাপারে গত ৫ আগস্ট রেলওয়ে পুলিশ সদরদফতর এবং পাকশী রেলওয়ে পুলিশ দুটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উসমান গনি পাঠান এবং এসআই গৌতম কুমার পাল কে প্রত্যাহর করে পাকশী পুলিশ লাইনে পাঠানো হয়।[৮০] গত ৯ অগাস্ট ধর্ষণের শিকার নারী ঐ পাঁচ পুলিশ সদস্যদের বিরুদ্ধে মামলা করেন।[৮১] ভিকটিমের পরিবার

---

[৭৫] ১৯ ধারা, বিশেষ বিধান: এই আইনের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বিধি দ্বারা নির্ধারিত কোন বিশেষ প্রেক্ষাপটে অপ্রাপ্ত বয়স্কের সর্বোত্তম স্বার্থে, আদালতের নির্দেশ এবং পিতা-মাতা বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অভিভাবকের সম্মতিক্রমে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুসরণক্রমে, বিবাহ সম্পাদিত হইলে উহা এই আইনের অধীন অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে না।

[৭৬] যুগান্তর, ১৬ জুলাই ২০১৯; https://www.jugantor.com/todays-paper/features/protimoncho/199726

[৭৭] প্রথম আলো, ৩ মার্চ ২০১৯; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1581667/

[৭৮] যুগান্তর, ২৫ জুলাই ২০১৯; https://www.jugantor.com/todays-paper/news/202957/

[৭৯] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট খুলনার মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[৮০] দি ডেইলি স্টার, ২৯ অগাস্ট ২০১৯; https://www.thedailystar.net/backpage/news/gang-rape-five-cops-khulna-victim-gets-bail-drug-case-1792390

[৮১] দি ডেইলি স্টার, ১৯ অগাস্ট ২০১৯; https://www.thedailystar.net/city/news/woman-denied-bail-again-1787116

অভিযোগ করেছেন যে, সাদাপোষাকধারী ব্যক্তিরা পুলিশ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা তুলে নিতে তাঁদের হুমকি দিচ্ছে।[৮২]

৬৩. যশোর জেলার শার্শা উপজেলায় গোরপাড়া পুলিশ ক্যাম্পের এসআই খায়রুল এবং পুলিশের ইনফরমার কামরুল ও লতিফসহ তিনজনের বিরুদ্ধে এক নারীকে ধর্ষণের অভিযোগ পাওয়া গেছে। ঐ নারী জানান, গত ২৫ অগাস্ট এসআই খায়রুল তাঁর স্বামীকে গ্রেফতার করে ৫০ বোতল ফেনসিডিল দিয়ে আদালতে চালান দেয়। এরপর গত ৩ সেপ্টেম্বর ভোর আনুমানিক ২.৩০টায় এসআই খায়রুল এবং পুলিশের ইনফরমার কামরুল ও লতিফ তাঁদের বাড়িতে গিয়ে ৫০ হাজার টাকা ঘুষ দাবী করে। টাকা দিতে অস্বীকার করলে এসআই খায়রুল এবং কামরুল ও লতিফ তাঁকে ধর্ষণ করে।[৮৩] গত ৩ সেপ্টেম্বর এই ঘটনায় চারজনের বিরুদ্ধে শার্শা থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ তিন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে। তবে ধর্ষণের ঘটনায় যাকে প্রধান অভিযুক্ত হিসেবে ঐ নারী বলেছেন সেই এসআই খায়রুলকে মামলায় অভিযুক্ত করা হয়নি।[৮৪]

এসিড সহিংসতা

৬৪. **চলতি বছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৬ জন এসিডদগ্ধ হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ৩ জন মহিলা, ১ জন পুরুষ ও ২ জন বালক।**

৬৫. এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০২ ও এসিড অপরাধ দমন আইন ২০০২ এর যথাযথ প্রয়োগ না হওয়ার কারণে এসিড সহিংসতা অব্যাহত রয়েছে।

৬৬. নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচরে গণধর্ষণের শিকার এক নারীর[৮৫] স্বামী নাসির তাঁর স্ত্রীকে ধর্ষণের বিচারের দাবিতে গত ২৬ অগাস্ট নোয়াখালী প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধনে অংশ নিয়ে ফেরার পথে ধর্ষণ মামলার আসামী অভিযুক্ত জয়নাল, রাসেল, জাকের, ফারুখ ও মন্নাসহ কয়েকজন তাঁকে হুমকি দেয়। এদিন রাত আনুমানিক তিনটায় নাসির ঘরের বাইরে টয়লেটে যাওয়ার জন্য বের হলে তাঁর ওপর এসিড ছোঁড়া হয়। এতে তাঁর শরীরের ৪০ শতাংশ এসিডে ঝলসে যায়। গুরুতর আহত নাসিরকে নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।[৮৬]

যৌন হয়রানি

৬৭. **জুলাই-সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মোট ৬১ জন নারী ও মেয়ে শিশু যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ৩ জন আত্মহত্যা করেন। এছাড়া ৩ জন নিহত, ৭ জন আহত, ৩ জন লাঞ্ছিত, ১ জন অপহৃত এবং ৪৪ জন বিভিন্নভাবে হয়রানির শিকার হয়েছেন।**

৬৮. গত ৩০ অগাস্ট পিরোজপুর জেলার ভান্ডারিয়া উপজেলায় তামিম খান নামে এক তরুণ রুকাইয়া আক্তার রুপা (১৫) নামে এক স্কুলছাত্রীকে ক্রমাগত উত্যক্ত করলে তিনি আত্মহত্যা করেন। পুলিশ তামিম খানকে গ্রেফতার করেছে।[৮৭]

৬৯. ২০১০ সালে সুপ্রিমকোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতির দাখিল করা একটি রিট পিটিশনের ওপর রায় দেয়। সরকার যৌন হয়রানি ও উত্যক্তকরণ নিয়ন্ত্রণ করতে না পারায় বাংলাদেশ

---

[৮২] দি ডেইলি স্টার, ২৯ অগাস্ট ২০১৯; https://www.thedailystar.net/backpage/news/gang-rape-five-cops-khulna-victim-gets-bail-drug-case-1792390

[৮৩] নিউ এজ, ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯, http://www.newagebd.net/article/83526/housewife-raped-by-policeman

[৮৪] যুগান্তর, ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯, https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/217279

[৮৫] ৩০ ডিসেম্বর ২০১৮ একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচরে এক গৃহবধু ধানের শীষে (বিএনপির নির্বাচনী প্রতীক) ভোট দেয়ায় ক্ষমতাসীনদলের নেতা-কর্মীদের দ্বারা গণধর্ষণের শিকার হয়েছিলেন।

[৮৬] সুবর্ণচরে ধর্ষিতা স্ত্রীর বিচার চাওয়ায় এসিডে ঝলসে দেয়া হলো স্বামীকে/ নয়াদিগন্ত, ২৭ অগাস্ট ২০১৯

[৮৭] দি ডেইলি স্টার, ১ সেপ্টেম্বর ২০১৯; https://www.thedailystar.net/frontpage/sexual-harassment-stalked-schoolgirl-takes-her-own-life-1793722

জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি পিটিশনটি দাখিল করে। রায়ে বলা হয়, হাইকোর্ট উত্যক্তকরণসহ যৌন হয়রানির বিষয়ে বিস্তারিত সংজ্ঞা দিয়েছে এবং নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০৩ এ সংশোধনী এনে এই সংজ্ঞাটি অন্তর্ভূক্ত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এখনও পর্যন্ত এই আইনের উল্লেখিত সংশোধন করা হয়নি। ফলে যৌন হয়রানি ও উত্যক্তকরণের বিষয়ে মামলা করা খুবই কঠিন; যা যৌন হয়রানির ঘটনাকে আরো উৎসাহিত করছে।

যৌতুক সহিংসতা

৭০. **গত তিন মাসে মোট ১৬ জন নারী যৌতুক সহিংসতার শিকার হয়েছেন। ৭ জন নারীকে যৌতুকের কারণে হত্যা করা হয়েছে ও ৯ জন বিভিন্নভাবে নিপীড়নের শিকার হয়েছেন।**

৭১. গত ১ জুলাই ঢাকার মোহাম্মদপুর এলাকায় মোহাম্মদ আমির হোসেন (২৮) পঞ্চাশ হাজার টাকা যৌতুক না পেয়ে স্ত্রী শারমিন বেগমকে বটি দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে। এই ঘটনায় নিহতের বাবা ছাবেদ আলী একটি হত্যা মামলা দায়ের করলে পুলিশ আমির হোসেনকে গ্রেফতার করে।[৮৮]

শ্রমিকদের অধিকার

তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের অবস্থা

৭২. **জুলাই-সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়ে তৈরি পোশাক শিল্পের ২০ জন শ্রমিক পুলিশের হাতে ও ৩২ জন কর্তৃপক্ষের লোকদের হাতে আহত হয়েছেন, যখন তাঁরা বকেয়া বেতনসহ বিভিন্ন দাবিতে আন্দোলন করছিলেন। এছাড়া এই সময়কালে ১৪২ জন শ্রমিককে চাকুরিচ্যুত করা হয়েছে।**

৭৩. শ্রমিক ছাঁটাই, শ্রমিকদের না জানিয়ে কারখানা বন্ধ করে দেয়া ও সেই সঙ্গে বেতন সঠিক সময়ে প্রদান না করার ঘটনা প্রায়ই ঘটছে এবং এর ফলে শ্রমিক অসন্তোষের সৃষ্টি হচ্ছে। বহু কারখানায় শ্রমিকরা ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার থেকে বঞ্চিত।

৭৪. গত ২৫ জুলাই ঢাকার পশ্চিম হাজীপাড়া এলাকায় অবস্থিত ইজি গার্মেন্টেসে পোশাক চুরির অপরাধে দেলোয়ার হোসেন নামে এক শ্রমিককে কারাখানার মালিকপক্ষের লোকজন বেদম মারধর করলে তিনি চিকিৎসাধীন অবস্থায় ওই দিনই ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মারা যান। এ খবর ছড়িয়ে পড়লে শ্রমিকরা রামপুরা এলাকায় একপাশের রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ করতে থাকেন। পুলিশ রাস্তা থেকে বিক্ষোভরত শ্রমিকদের সরিয়ে দিতে চাইলে দুইপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।[৮৯] নিহত দেলোয়ারের মামা এডভোকেট আবু তাহের ভূঁইয়া অভিযোগ করেন, পুলিশের পক্ষ থেকে তাঁদের মীমাংসা করে নিতে বলা হয়। কিন্তু মামলা করার ব্যাপারে তাঁরা দৃঢ় থাকায় অনেক হয়রানীর পর অবশেষে পুলিশ মামলা নিতে বাধ্য হয়।[৯০]

৭৫. নারায়ণগঞ্জ জেলার ফতুল্লার ভূঁইগড় এলাকার জাজ এ্যাপারেল নামে একটি পোশাক কারখানার মালিকপক্ষ শ্রমিকদের পাঁচ মাসের ওভারটাইম এবং দুই মাসের বকেয়া বেতন দিতে গড়িমসি করলে গত ৮ অগাস্ট শ্রমিকরা তাঁদের বকেয়া বেতন চাইতে যায়। এই সময় মালিকপক্ষের লোকজন দুইজন শ্রমিককে অফিস কক্ষে ডেকে নিয়ে মারধর করে। এই বিষয়ে প্রতিবাদ জানাতে শ্রমিকরা সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করলে পুলিশ শ্রমিকদের ওপর লাঠিচার্জ করে। এই ঘটনায় ২০ জন আহত হন।[৯১]

---

[৮৮] নয়াদিগন্ত, ১০ জুলাই ২০১৯; http://www.dailynayadiganta.com/city/424050
[৮৯] যুগান্তর, ২৬ জুলাই ২০১৯; https://www.jugantor.com/todays-paper/news/203309
[৯০] যুগান্তর, ২৭ জুলাই ২০১৯; https://www.jugantor.com/todays-paper/city/203694
[৯১] নয়াদিগন্ত, ৯ অগাস্ট ২০১৯; http://www.dailynayadiganta.com/more-news/431693

৭৬. ঢাকার তেজগাঁওয়ে এসএফ ডেনিম অ্যাপারেলস নামের একটি পোশাক কারখানায় অগাস্ট মাসে দুই দফায় ৭৭৩ জন শ্রমিককে ছাঁটাই করা হয়েছে। শ্রমিকরা অভিযোগ করেছেন, ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করায় মালিকপক্ষ শ্রমিক ছাঁটাইয়ের পথ বেছে নেয়।[৯২]

ইনফরমাল সেক্টরে শ্রমিকদের অবস্থা

৭৭. নির্মাণ শ্রমিকদের কোন সুরক্ষার ব্যবস্থা না করেই তাঁদের ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োগ করা হচ্ছে। ফলে বিভিন্ন ধরনের দুর্ঘটনা ঘটছে এবং শ্রমিকরা মারা যাচ্ছেন। গত পাঁচ বছরে দেশে গড়ে শতাধিক নির্মাণ শ্রমিক নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন একশ'র কাছাকাছি।[৯৩]

৭৮. **জুলাই-সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়ে ইনফরমাল সেক্টরে ১৯ জন শ্রমিক নিহত হয়েছেন।**

অটো স্পিনিং মিলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড

৭৯. গত ২ জুলাই গাজীপুর জেলার শ্রীপুর উপজেলার নয়নপুর এলাকায় অটো স্পিনিং লিমিটেড নামে একটি কারখানায় আগুন লেগে কারখানার টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার সেলিম কবির (৪২), উৎপাদন বিভাগের শ্রমিক শাহজালাল (২৬), এসি প্ল্যান্টের শ্রমিক আনোয়ার হোসেন (২৭), সুজন সরদার (৩০) ও মোহাম্মদ আবু রায়হান (৩৫) এবং কারখানার নিরাপত্তা রক্ষী মোহাম্মদ রাসেল মিয়া নিহত হয়েছেন। নিহতদের স্বজনরা বলেন, ওই কারখানায় পর্যাপ্ত পানির ব্যবস্থা থাকলে এবং দ্রুত বের হওয়ার সুযোগ থাকলে হয়তো আগুনে পুড়ে একজনও মারা যেতেন না।[৯৪]

অভিবাসী নারী শ্রমিকদের অবস্থা

৮০. সৌদি আরবে গৃহকর্মী হিসেবে যাওয়া ১০৯ জন নারী[৯৫] গত ২৬ অগাস্ট এবং ১৭ জন নারী[৯৬] গত ১২ সেপ্টেম্বর সৌদি আরব থেকে শারীরিক ও মানসিকসহ বিভিন্ন ধরণের সহিংসতার শিকার হয়ে দেশে ফেরত এসেছেন। দেশে ফেরত আসা ডালিয়া জানান, তাঁরা সৌদি আরবে বাংলাদেশ দূতাবাসের সেফহোমে ছিলেন ৪০০ জনের মতো। সবাই নানা ধরনের সহিংসতার শিকার হয়ে সেখানে আশ্রয় নেন। কাজ করতে গিয়ে অনেকে মারধর ও যৌন হয়রানীর শিকার হয়েছেন।[৯৭] এছাড়া বিদেশে কাজ করতে গিয়ে গত তিন বছরে ৩৩১ জন নারী কর্মীর মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গেছে। নিহতদের মধ্যে যৌন নিপীড়নের কারণে ৪৪ জন নারী আত্মহত্যা করেছেন। এরমধ্যে ২০১৯ সালের জানুয়ারি থেকে জুন মাস পর্যন্ত ৬০ জন নারী শ্রমিকের মৃতদেহ দেশে এসেছে, যার মধ্যে ১৭ জন আত্মহত্যা করেছেন।[৯৮] মধ্যপ্রাচ্যে নারী শ্রমিকদের ওপর যৌন নিপীড়নসহ নানা ধরনের নিপীড়ন চলছে। এর আগেও বহু নারী শ্রমিক দেশে ফিরে তাঁদের ওপর নিপীড়নের কথা ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু সরকার এই ব্যাপারে কোন কার্যকর ব্যবস্থা নেয়নি। ফলে প্রতি বছরই অভিবাসী নারী শ্রমিকরা নানা ধরনের নিপীড়নের শিকার হয়ে খালি হাতে দেশে ফিরছেন।

---

[৯২] ৭৭৩ পোশাকশ্রমিক ছাঁটাই/ প্রথম আলো, ২ সেপ্টেম্বর ২০১৯

[৯৩] প্রথম আলো, ২৮ জুলাই ২০১৯; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1606586/

[৯৪] মানবজমিন, ৪ জুলাই ২০১৯; http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=179679&cat=2 , দি ডেইলি স্টার, ৪ জুলাই ২০১৯; https://www.thedailystar.net/backpage/6-killed-in-gazipur-spinning-factory-fire-1766464

[৯৫] প্রথম আলো, ২৮ অগাস্ট ২০১৯; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1611515/

[৯৬] যুগান্তর, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯; https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/219870

[৯৭] প্রথম আলো, ২৮ অগাস্ট ২০১৯; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1611515/

[৯৮] মানবজমিন, ৩১ অগাস্ট ২০১৯; https://www.mzamin.com/article.php?mzamin=188217

প্রতিবেশী দেশঃ ভারত এবং মিয়ানমার

ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী কর্তৃক মানবাধিকার লংঘন

৮১. **জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিএসএফ'র হাতে ১০ জন বাংলাদেশী নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এরমধ্যে ৮ জন গুলিতে ও ২ জন নির্যাতনে নিহত হয়েছেন। এই সময়ে ১৮ জন বাংলাদেশী বিএসএফ'র নির্যাতনে আহত হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এছাড়াও ৮ জন বাংলাদেশিকে বিএসএফ ধরে নিয়ে গেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। উল্লেখ্য, আজ পর্যন্ত বিএসএফ কর্তৃক হত্যা এবংনির্যাতনের কোনো ঘটনারও বিচার হয়নি।**[৯৯]

৮২. গত ১১ জুলাই চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার ওয়াহেদপুর সীমান্তে রয়েল ও সাদ্দাম নামে দুই বাংলাদেশী নাগরিক গরু নিয়ে ফেরার পথে ভারতের নুরপর ক্যাম্পের বিএসএফ সদস্যরা তাঁদের গুলি করে হত্যা করে।[১০০]

৮৩. গত ২ সেপ্টেম্বর রাজশাহী জেলার চর খানপুর সীমান্তে বিএসএফ'র গুলিতে ১০ জন বাংলাদেশী কৃষক আহত হয়েছেন। কৃষকরা জানান, তাঁরা বাংলাদেশের সীমানার ভেতরে তাঁদের জমিতে কাজ করার সময় বিএসএফ'র সদস্যরা ট্রাকে করে এসে তাঁদের ওপর গুলি ছোঁড়ে এবং তাঁদের কাজ করার সরঞ্জাম জব্দ করে নিয়ে যায়। বিএসএফ'র সদস্যরা গুলিতে আহত রবিউলকে ধরে নিয়ে বন্দুকের বাঁট দিয়ে মাথায় আঘাত করে।[১০১]

৮৪. গত ৩ সেপ্টেম্বর নীলফামারী জেলার ডিমলা উপজেলা সীমানায় গরু চড়াতে ও ঘাস কাটতে গেলে সীমান্তের ৭৭২ প্রধান পিলারের কাছে বিএসএফ'র সদস্যরা গুলি ছুঁড়ে বাবলু মিয়া নামে এক বাংলাদেশী যুবককে হত্যা এবং তাঁর সাথে থাকা ১৪ বছরের শিশু সাইফুল ইসলামকে আহত করে। বাবলুর লাশসহ আহত সাইফুলকে বিএসএফ'র সদস্যরা ভারতে ধরে নিয়ে যায়।[১০২]

৮৫. গত ১৩ সেপ্টেম্বর লালমনিরহাট জেলার হাতিবান্ধা উপজেলার বড়খাতা দোলাপাড়া সীমান্তে বাংলাদেশের ভেতরে অবস্থিত কেরামতিয়া বড় মসজিদের দোতলা ভবন নির্মাণের সময় ভারতের শিতলকুচি থানার অমিত ক্যাম্পের বিএসএফ'র সদস্যরা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঢুকে নির্মাণ কাজে বাধা দেয়ায় তা বন্ধ হয়ে যায়।[১০৩]

বাংলাদেশের ওপর ভারতের আধিপত্য বিস্তার

৮৬. বাংলাদেশের ওপর ভারতের আধিপত্য বিস্তারের নানা তৎপরতা অব্যাহত আছে। ভারত বাংলাদেশকে শুষ্ক মৌসুমে পানির ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে আসছে এবং এই কারণে বাংলাদেশের অধিকাংশ নদীই মৃতপ্রায়। তিস্তা চুক্তি করার মাধ্যমে বাংলাদেশের পানির অধিকার আদায়ের প্রশ্নটি ছিল অত্যন্ত জরুরী, কিন্তু ভারত সরকার বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে তিস্তা চুক্তি সম্পাদনতো করেইনি বরং আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে বাংলাদেশের সম্মতি ছাড়া সীমান্তের জিরো লাইনে পাম্প বসিয়ে ফেনী নদী থেকে পানি নিয়ে যাচ্ছে। ফেনী নদীর উৎপত্তিস্থল বাংলাদেশে।[১০৪]

৮৭. ভারতের আসাম প্রদেশে অবৈধ অভিবাসী শনাক্তকরণের জন্য প্রণীত জাতীয় নাগরিকপঞ্জি (এনআরসি)'র চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হয় গত ৩১ অগাস্ট। এই তালিকা থেকে বাদ পড়েছেন ১৯ লাখ ৬ হাজার ৬৫৭ জন। উল্লেখ্য, আসামে এনআরসি'র কাজ শুরুর পর থেকেই বাদ পড়া ব্যক্তিরা বাংলাদেশী নাগরিক বলে প্রচার করে

---

[৯৯] *অধিকার* বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৭ http://odhikar.org/wp-content/uploads/2018/01/Annual-HR-Report-2017_English.pdf

[১০০] মানবজমিন, ১২ জুলাই ২০১৯; https://www.mzamin.com/article.php?mzamin=180854&cat=3

[১০১] প্রথম আলো, ৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৯; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1612393

[১০২] যুগান্তর, ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৯; https://www.jugantor.com/todays-paper/bangla-face/219113

[১০৩] মানবজমিন, ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৯; https://www.mzamin.com/article.php?mzamin=190309&cat=3

[১০৪] নয়াদিগন্ত, ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯; https://www.dailynayadiganta.com/more-news/437404/

আসছে ভারত।[১০৫] কোন দেশের নাগরিক যদি অন্য দেশে বৈধ কাগজপত্র ছাড়া প্রবেশ করে বা বসবাস করে তবে এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত আইন আছে। ভারত সেটা না করে এনআরসি থেকে বাদ পড়া ব্যক্তিদের বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পুশ-ইন করার চেষ্টা করবে বলে আশংকা রয়েছে।

বাংলাদেশে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠি

৮৮. গত ২২ অগাস্ট দ্বিতীয়বারের মত প্রত্যাবাসনের জন্য ৩ হাজার ৫৪০জন রোহিঙ্গাকে ছাড়পত্র দেয় মিয়ানমার সরকার। মিয়ানমার সরকার রোহিঙ্গাদের মূল দাবিগুলোর[১০৬] কোনটিই পূরণ না করায় তাঁরা মিয়ানমারে ফিরে যেতে অস্বীকৃতি জানান। ফলে দ্বিতীয় প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়াও ব্যর্থ হয়।[১০৭]

৮৯. প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া নিয়ে রোহিঙ্গা সংকটের অবনতিতে সেভ দ্য চিলড্রেনসহ বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ৬১টি এনজিও এক যৌথ বিবৃতিতে বলেছে, মিয়ানমারের বর্তমান অবস্থা রোহিঙ্গাদের নিরাপত্তা ও অধিকারের নিশ্চয়তা দেয় না।[১০৮]

৯০. গত ৭ সেপ্টেম্বের থেকে রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্প এলাকায় সকল মোবাইল অপারেটরের থ্রিজি এবং ফোরজি সেবা সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত বন্ধ করে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)। সরকারের নির্দেশে কক্সবাজারের উখিয়া এবং টেকনাফ এলাকায় মোবাইলের নতুন সিম বিক্রি করা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।[১০৯]

৯১. জার্মান ভিত্তিক গণমাধ্যম ডয়চে ভেলের একটি ভিডিও প্রকাশিত হওয়ার পর রোহিঙ্গা ক্যাম্পে আশ্রয় নেয়া রহিমা আক্তার খুশিকে (২০) কক্সবাজার ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (সিবিআইইউ) থেকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছে। ভিডিওটিতে উল্লেখ করা হয়েছিল, ১৯৯২ সালে খুশির পরিবার মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে পালিয়ে এসেছিলেন। কক্সবাজারের কুতুপালংয়ে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত আশ্রয় শিবিরে তিনি অন্যান্য রোহিঙ্গাদের সঙ্গে বৈধ শরণার্থী হিসেবে বসবাস করে আসছেন। কক্সবাজারের স্থানীয় বিভিন্ন পত্রিকা এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কক্সবাজার ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির আইন অনুষদে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী রহিমা আক্তার খুশির জাতীয়তা ও নাগরিকত্ব নিয়ে অভিযোগের প্রেক্ষিতে গত ৪ সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের এক জরুরি সভায় খুশির ছাত্রত্ব সাময়িকভাবে স্থগিতের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। রহিমা আক্তার খুশি কক্সবাজার বায়তুশ শরফ জব্বারিয়া একাডেমি থেকে এসএসসি ও কক্সবাজার সরকারি মহিলা কলেজ থেকে এইচএসসি পাস করেন।[১১০]

---

[১০৫] মানবজমিন,৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯, http://mzamin.com/article.php?mzamin=188659&cat=2

[১০৬] মূল দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে- নাগরিকত্ব পুনর্বহাল করা, রোহিঙ্গা জাতি হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান, রাখাইনে তাঁদের নিরাপত্তা এবং মৌলিক অধিকারগুলো নিশ্চিত করা

[১০৭] ডেইলি স্টার, ২৩ অগাস্ট ২০১৯, https://www.thedailystar.net/frontpage/rohingya-repatriation-distrust-holds-them-back-1789192

[১০৮] মানবজমিন, ২২ অগাস্ট ২০১৯; http://mzamin.com/article.php?mzamin=186760&cat=6

[১০৯] ডেইলি স্টার, ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯, https://www.thedailystar.net/rohingya-crisis/no-mobile-phone-services-for-rohingya-refugees-1794367

[১১০] অধিকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মী; ও বাংলা ট্রিবিউন, ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯, https://bangla.dhakatribune.com/bangladesh/2019/09/08/14719

রহিমা আক্তার খুশি, ছবি: আল-জাজিরা, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯

৯২. রহিমা আক্তার খুশির রোহিঙ্গা পরিচয়ের কারণে লেখাপড়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত করার মাধ্যমে সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রের ২৬ অনুচ্ছেদ[১১১] এবং বাংলাদেশ কর্তৃক অনুস্বাক্ষরিত অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তির ১৩ অনুচ্ছেদসহ[১১২] অন্যান্য আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের অবমাননা করা হয়েছে।[১১৩]

৯৩. গত ২৯ সেপ্টেম্বর রাত আনুমানিক ৭.৩০ টায় পেট্রোল টিমের তিন সেনাসদস্য কক্সবাজার জেলার টেকনাফের নয়াপাড়া রোহিঙ্গা ক্যাম্পের এক রোহিঙ্গা কিশোরীর (১২) ঘরে ঢুকে তাঁকে ধর্ষণ করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। কক্সবাজার সদর হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসক শাহিন আব্দুর রহমান জানান, ঐ কিশোরীকে গত ৩০ সেপ্টেম্বর ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারে পরীক্ষার জন্য ভর্তি করা হয় এবং ১ অক্টোবর তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেয়া হয়। বিষয়টি তদন্তের জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে বলে জানিয়েছে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ দপ্তর (আইএসপিআর)।[১১৪] কক্সবাজারের নিরাপত্তা বাহিনীর একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা জানান, এই ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার অভিযোগে সংশ্লিষ্ট পেট্রোল টিমকে প্রত্যাহার করা হয়েছে।[১১৫]

ক্ষুদ্রজাতিগোষ্ঠির মানুষদের মানবাধিকার লংঘন

৯৪. ২০১৬ সালে ৬ নভেম্বর গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে রংপুর চিনিকল শ্রমিক-কর্মচারী, আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ ও যুবলীগ এবং পুলিশের সঙ্গে ক্ষুদ্রজাতিগোষ্ঠি সাঁওতালদের সংঘর্ষে তিনজন সাঁওতাল নিহত হলেও আদালতে জমা দেয়া অভিযোগপত্রে তৎকালিন আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য আবুল কালাম আজাদ ও পুলিশের কোন সদস্যের নাম অন্তভুক্ত করা হয়নি।[১১৬] গত ২৮ জুলাই এই ঘটনায় পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই) আদালতে অভিযোগপত্র জমা দেয়। উল্লেখ্য, ২০১৭ সালের ৯ মার্চ হাইকোর্ট বিভাগে দাখিলকৃত বিচার বিভাগীয় তদন্ত প্রতিবেদনে সাঁওতালদের ঘর পুড়িয়ে দেয়ার ঘটনায় পুলিশের তিন সদস্যের জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া গেছে।[১১৭]

---

[১১১] https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/

[১১২] https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx

[১১৩] Bangladesh: Demand Education for Rahima Akter Khushi, https://www.amnesty.ie/bangladesh-demand-education-for-rohima-akter-khushi/

[১১৪] ঢাকা ট্রিবিউন, অক্টোবর ২০১৯; https://bangla.dhakatribune.com/bangladesh/2019/10/03/15558

[১১৫] নিউ এজ, ২ অক্টোবর ২০১৯; http://www.newagebd.net/article/86362/rohingya-girl-sexually-assaulted-in-camp

[১১৬] প্রথম আলো, ২৯ জুলাই ২০১৯; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1606642 , নিউ এজ, ২৯ জুলাই ২০১৯; http://www.newagebd.net/article/79948

[১১৭] নিউ এজ, ১০ মার্চ ২০১৯, http://www.newagebd.net/article/10828/si-constable-set-fire-to-santal-houses-police

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

৯৫. গত ২২ সেপ্টেম্বর জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে সাবেক সিনিয়র সচিব নাছিমা বেগম এবং সার্বক্ষণিক সদস্য হিসেবে সাবেক সচিব ড. কামাল উদ্দিন আহমেদসহ পাঁচজন সদস্যকে নিয়োগ দিয়ে এক প্রজ্ঞাপন জারি করেছে আইন মন্ত্রণালয়।[১১৮] সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে জরুরী অবস্থার সময় ২০০৭ সালের ৯ ডিসেম্বর একটি অধ্যাদেশের মাধ্যমে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠিত হয়। ২০০৮ সালের ১ ডিসেম্বর থেকে এর কার্যক্রম শুরু হয় এবং ২০০৯ সালের ৯ জুলাই জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বিল ২০০৯ জাতীয় সংসদে পাশ হয়। প্যারিস প্রিন্সিপাল অনুযায়ী একটি স্বাধীন মানবাধিকার কমিশন গঠন ও এতে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার কথা থাকলেও তা অনুসরণ করা হয়নি। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন ২০০৯ অনুযায়ী মানবাধিকার কমিশনের সদস্য নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারের পুরোপুরি হস্তক্ষেপের সুযোগ রয়েছে। যার ফলে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার এই কমিশনকে সরকার-নিয়ন্ত্রিত ও অনুগত একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান এবং অন্যান্য সদস্য বাছাই করার জন্য জাতীয় সংসদের স্পিকার, মন্ত্রী, আইন কমিশনের চেয়ারম্যান, মন্ত্রী পরিষদ সচিব এবং একজন করে সরকারদলীয় ও বিরোধীদলীয় সংসদ সদস্য সম্বলিত কমিটিকে দায়িত্ব দেয়া হয়। কিন্তু স্পিকার, মন্ত্রী এবং সরকারদলীয় সংসদ সদস্যরা সবাই ক্ষমতাসীনদলের লোক। আর আইন কমিশনের চেয়ারম্যান হলেন সরকার দ্বারা রাজনৈতিকভাবে নিয়োগকৃত ব্যক্তি এবং মন্ত্রী পরিষদ সচিব অনুগত সরকারী আমলা। এছাড়া ৩০ ডিসেম্বর বিতর্কিত সাজানো নির্বাচনে বিরোধীদল হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে ক্ষমতাসীনদলের অনুগত জাতীয় পার্টি। ফলে এই কমিটি কর্তৃক বাছাইকৃত চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের সবাই সরকারের অনুগত ব্যক্তি। উল্লেখ্য, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইনটিতে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার বিরুদ্ধে সরাসরি কোন তদন্ত ও ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ রাখা হয়নি। মানবাধিকার কমিশন অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের কাছে শুধুমাত্র সুপারিশ করতে পারবে। ফলে দাতা সংস্থাগুলো মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে ভূমিকা রাখতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে যে বিপুল পরিমাণ অর্থায়ন করছে; তার কোন সুফল নেই।

মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে বাধা

৯৬. ২০১৩ সালে *অধিকার* এর ওপর যে সরকারি নিপীড়ন শুরু হয় তারই ধারাবাহিকতায় ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর বিতর্কিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে *অধিকার* এর ওপর নানা ধরনের হয়রানির ঘটনা ঘটে। ২০১৪ সালে *অধিকার* তার নিবন্ধন নবায়নের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনস্থ এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে আবেদন করলেও এই রিপোর্ট প্রকাশের সময়কাল পর্যন্ত নিবন্ধন নবায়ন করা হয়নি। এছাড়া মানবাধিকার সংক্রান্ত সমস্ত কার্যক্রম ব্যাহত করার জন্য এনজিও বিষয়ক ব্যুরো পাঁচ বছর ধরে *অধিকার* এর সবগুলো প্রকল্পের অর্থছাড় বন্ধ এবং নতুন কোন প্রকল্পের অনুমোদন দেয়া সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে রেখেছে। সরকারি নিপীড়নের অংশ হিসেবে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকও *অধিকার* এর একাউন্টগুলো স্থগিত করে রেখেছে। *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকারকর্মী যাঁরা এই নিপীড়নমূলক পরিস্থিতিতেও সাহসের সঙ্গে নিরপেক্ষভাবে কাজ করে চলেছেন তাঁরা নজরদারিসহ বিভিন্ন ধরনের হয়রানির সম্মুখিন হচ্ছেন।

[১১৮] মানবজমিন, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯; https://www.mzamin.com/article.php?mzamin=191493

সুপারিশ

১. অবিলম্বে একটি নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অথবা জাতিসংঘের সরাসরি তত্ত্বাবধানে অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে একটি জবাবদিহিতামূলক সরকার গঠন করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

২. সরকারের আজ্ঞাবহ ব্যক্তিদের নির্বাচন কমিশন থেকে বাদ দিয়ে কমিশন পুনর্গঠন করে নির্বাচন ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে।

৩. সরকারকে মাদক বিরোধী অভিযানের নামে বা যে কোন অজুহাতে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বন্ধ করতে হবে। বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতনের ঘটনাগুলোর সঙ্গে জড়িত আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর সংশ্লিষ্ট সদস্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে।

৪. সরকারকে নির্যাতন বিরোধী জাতিসংঘ সনদের অপসোনাল প্রোটোকল অনুমোদন করতে হবে এবং নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন ২০১৩ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং রিমান্ডের নামে নির্যাতন বন্ধের জন্য ব্লাস্ট বনাম বাংলাদেশ মামলায় হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগের নির্দেশনা মেনে চলতে হবে। জাতিসংঘের নির্যাতন বিরোধী কমিটির ৬৭তম সেশনে বাংলাদেশের ওপর যে সুপারিশ করা হয়েছে তা মেনে চলতে হবে।

৫. গুম ও হত্যার সঙ্গে জড়িত আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য এবং জড়িত অন্যান্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। অবিলম্বে 'ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন ফর দি প্রোটেকশন অফ অল পারসনস্ ফ্রম এনফোর্সড ডিসএপিয়ারেনস্' অনুমোদন করতে হবে। গুমের শিকার ব্যক্তিদের উদ্ধার করে তাঁদের পরিবারের কাছে ফেরত দিতে হবে।

৬. দমনমূলক অসাংবিধানিক এবং অগণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ড থেকে সরকারকে বিরত থাকতে হবে। বিরোধীদল ও ভিন্নমতাবলম্বীদের সমাবেশ করতে দিতে হবে। বিরোধী রাজনৈতিক দল এবং ভিন্নমতাবলম্বীদের হয়রানি করা বন্ধ করতে হবে। মতপ্রকাশ ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। আমার দেশ পত্রিকা, দিগন্ত টিভি, ইসলামিক টিভি ও চ্যানেল ওয়ান এর ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হবে।

৭. বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ ও ২০১৩) এবং ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ সহ সমস্ত নির্বতনমূলক আইন অবিলম্বে বাতিল করতে হবে।

৮. তৈরি পোশাক শিল্পকারখানাসহ সমস্ত কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার নিশ্চিত করাসহ আইএলও কনভেনশন অনুযায়ী শ্রমিকদের অধিকার বাস্তবায়ন করতে হবে। নির্মাণ শিল্পসহ অন্যান্য সেক্টরের শ্রমিকদের বৈষম্য রোধসহ তাঁদের কাজের সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে এবং তাঁদের কাজের সুষ্ঠু নীতিমালা তৈরি করতে হবে।

৯. অভিবাসী নারী শ্রমিকদের সুরক্ষা দিতে হবে এবং মানব পাচারের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের আইনের আওতায় আনতে হবে। আর্থিক, শারীরিক ও মানসিক নিপীড়নের শিকার অভিবাসী শ্রমিকদের জন্য বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাসগুলোকে শ্রমিকদের সুরক্ষা পাওয়ার বিষয়টি মনিটর করার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১০. নারী ও শিশুদের প্রতি সহিংসতা বন্ধে আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে দ্রুত বিচার নিশ্চিত করে অপরাধীদের শাস্তি দিতে হবে। সরকারদলীয় দুর্বৃত্ত যারা নারীদের ওপর হামলা চালাচ্ছে তাদের দায়মুক্তি দেয়া চলবে না এবং প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াসহ সর্বস্তরে নারীর ওপর সহিংসতা বন্ধে নিয়মিত সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

১১. ২০১০ সালে বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি বনাম বাংলাদেশ মামলার রায়ে যৌন হয়রানি ও উত্যক্তকরণের সংজ্ঞা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০৩ এ অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।

১২. সীমান্তে বাংলাদেশী নাগরিকদের ভারতীয় বিএসএফ বাহিনী কর্তৃক হত্যা- নির্যাতনসহ সব ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধ করতে হবে এবং ভিকটিমদের ক্ষতিপূরণ দিতে ভারতকে বাধ্য করতে হবে। বাংলাদেশে প্রাণ-পরিবেশ

ধ্বংসের সম্ভাবনা সৃষ্টিকারী রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ বন্ধ করতে এবং ভারত বাংলাদেশের অসম বাণিজ্যে ভারসাম্য আনতে হবে।

১৩. রোহিঙ্গাদেও পূর্ণ রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করে তাঁদের প্রত্যাবাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। *অধিকার* আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে মিয়ানমার সরকারের ওপর কঠোর চাপ প্রয়োগ করে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করতে এবং সেই সঙ্গে গণহত্যার দায়ে অভিযুক্ত মিয়ানমার সেনাবাহিনী, চরমপন্থী বৌদ্ধসহ অন্যান্য দায়ী ব্যক্তিদের আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের আওতায় এনে বিচারের দাবি জানাচ্ছে।

১৪. *অধিকার* এর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন বন্ধ করতে হবে। *অধিকার* এর সেক্রেটারি এবং পরিচালক এর বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯) এ দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকারকর্মীদের হয়রানি করা বন্ধ করতে হবে এবং সরকারকে অবিলম্বে *অধিকার এর* নিবন্ধন নবায়ন করতে হবে এবং মানবাধিকার কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাওয়ার জন্য তহবিল ছাড় করতে হবে।